

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক: কে কী পেলেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুদ্ধবিমানের মহড়া, লাল গালিচায় সংবর্ধনা আর দেয়ালে সাঁটানো স্লোগান 'শান্তির পথে অগ্রযাত্রা'। *১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নিউইয়র্কে আইস'র হাতে আটক সন্তানসহ এক নারী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন দমন অভিযানে এবার আটক হলো নিউইয়র্কের একটি পরিবার। লোয়ার ম্যানহাটনের ফেডারেল প্লাজায় নিয়মিত ইমিগ্রেশন চেক-ইনে হাজির হওয়ার পরেই আটক হয়েছেন ইকুয়েডর থেকে আসা মার্থা নামের এক নারী, তাঁর সাত বছরের মেয়ে এবং ১৯ বছরের ছেলে ম্যানুয়েল।

আইস তাদের আটক করে হেফাজতে নিয়ে যায়। পরে মা ও ছোট্ট মেয়েকে টেক্সাসে আইস ডিটেনশন সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়, আর ছেলেকে রাখা হয়েছে নিউ জার্সির একটি ডিটেনশন সেন্টারে। ছোট মেয়েটি এলমহার্স্টের পিএস ৮৯কিউ *১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

পথচলায় ২৯ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 29 ॥ Issue 46 / August 18, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ৪৬ ॥ সোমবার, আগস্ট ১৮, ২০২৫, ভাদ্র ০৩, ১৪৩২ ॥ সফর ২৪, ১৪৪৭

ইমিগ্র্যাশন ক্র্যাকডাউনে বাড়ছে অভিবাসীদের উৎকণ্ঠা



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি ও ধরপাকড়ের কারণে অভিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দিন দিন আরও বেড়েই চলেছে। অভিবাসীদের প্রতি ফেডারেল প্রশাসনের নজরদারী, অভিযান এবং আটকের মাত্রা বৃদ্ধিতে তাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি আলোচিত ঘটনায় এ উদ্বেগ আরো প্রকট হয়ে ওঠেছে।

শিকাগোসহ বেশ কয়েকটি সিটিতে লাতিন আমেরিকান সম্প্রদায়ের অনেক অনুষ্ঠান এবাতিল করেছে আয়োজকরা। শিকাগোর সিনকো দে মায়ো প্যারেড থেকে শুরু করে পিটসবার্গের স্থানীয় বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট সবই বন্ধ হয়ে গেছে। আয়োজকরা বলছেন, আইস কর্তৃক গ্রেপ্তারের ঝুঁকি থাকায় মানুষ এখন প্রকাশ্যে এসব আয়োজনে যেতে ভয় পাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ইমিগ্রেশন ক্র্যাকডাউনে বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর আটক ও নির্বাসনের ঘটনায় উদ্বেগ আরো প্রকট হয়েছে। ওয়াশিংটনে বসবাসরত নিউজিল্যান্ডের সারাহ শ' এবং তার ছয় বছরের ছেলে, বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও, টেক্সাসে আটক রয়েছেন। আইনজীবীরা বলছেন, এটি প্রশাসনিক এক ভুলের কারণে তারা এমন অমানবিক ভোগান্তিতের পড়েছেন।

নিউইয়র্কের একটি লোয়ার ম্যানহাটনের ফেডারেল প্লাজায় *১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

লস অ্যাঞ্জেলেস

অভিবাসী বিতাড়ন অভিযানে আতঙ্ক: স্কুলে অনুপস্থিত অভিবাসীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: লস অ্যাঞ্জেলেসে স্কুলগুলোতে নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। তবে নতুন বছরে শুরু হওয়া ক্লাসে সন্তানদের সাথে স্কুলে নিয়ে যেতে ইমিগ্রেশন অভিযানে ভয় ও আতঙ্কে রয়েছেন অভিবাসী অভিভাবকরা। স্কুল শুরুর প্রথম দিনে অনেক অভিবাসীরা তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে স্কুলে উপস্থিত হননি। এদিকে প্রথম দিনে ১৫ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে আইস আটক করার ঘটনায় অভিবাসী অভিভাবকরা চরম বিপাকে পড়েছেন।

সিএনএন এর প্রতিবেদন বলা হয়, পূর্ব লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি স্কুলের সামনে হাতে লেখা সাইনবোর্ড তুলে দাঁড়িয়েছিলেন শিক্ষিকা জেনিফার কোর্তেজ। লাল বোর্ডে সাদা ও হলুদ অক্ষরে লেখা ছিলড়"এটি অভিবাসীদের জন্য নিরাপদ স্থান।"

ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস ইউনিফায়েড স্কুল ডিস্ট্রিক্টে বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে নতুন শিক্ষাবর্ষ। প্রায় পাঁচ লাখের বেশি শিক্ষার্থী এই জেলায় পড়াশোনা করে, যা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্কুল ডিস্ট্রিক্ট। কিন্তু নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন অভিভাবক আর শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাসকে ঢেকে দিয়েছে অভিবাসন অভিযান নিয়ে ভয়। মাত্র কয়েক দিন আগে এক স্কুলের বাইরে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরকে আটক করে আইসিই এজেন্টরা।

ব্রুকলিন *২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ওয়াশিংটন ডিসির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উত্তেজনার নতুন মোড়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ওয়াশিংটন ডিসির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শুরু হওয়া উত্তেজনা নতুন মোড় নিয়েছে। আইনশৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন শুক্রবার সিটির পুলিশের নিয়ন্ত্রণ নিতে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান টেরি কোলকে 'জরুরী পুলিশ কমিশনার' ঘোষণা করা হয়। এরপর পরই ডিসি সিটি কর্তৃপক্ষ আদালতে এর বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার কয়েক ঘণ্টা পর ট্রাম্প প্রশাসন সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটেন। ডিসির পুলিশ প্রধান পামেলা স্মিথকেই বহাল রাখা হয় দায়িত্বে।

এদিকে ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করার প্রতিবাদে সিটি পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ করেন শতাধিক মানুষ।

তবে একই সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডি নতুন নির্দেশ দিয়েছেন, সিটির পুলিশকে স্থানীয় আইন উপেক্ষা করে ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

ওয়াশিংটন ডিসির নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প *১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নিউইয়র্কে আবারো ভয়াবহ বন্দুক হামলা: প্রাণ গেলো ৩ জনের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে পার্ক অ্যাভিনিউয়ে অস্ত্রধারীর হামলার ৪ জন নিহতের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার সিটির ব্রুকলিনে ভয়াবহ গুলিবর্ষণের ঘটনায় ৩ জন নিহত ও অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন। রবিবার ভোর রাতে হুক্কা বার 'টেস্ট অব দ্য সিটি লাউঞ্জে' অন্তত চার বন্দুকধারী এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ চালায়। এতে ১৯, ২৭ ও ৩৫ বছর বয়সী তিনজন পুরুষ নিহত হন। এছাড়া এ হামলায় ছয়জন পুরুষ ও তিনজন নারীকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এঘটনায় পুলিশ *১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

আদালতে শিশু অভিবাসীদের সুরক্ষা বহাল

শিশুদের সুরক্ষা বাতিলে ট্রাম্প প্রশাসনের আবেদন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শিশু অভিবাসীদের ফেডারেল হেফাজতে সুরক্ষার জন্য প্রায় তিন দশক ধরে কার্যকর থাকা একটি নীতিমালা বাতিলে ট্রাম্প প্রশাসনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ফেডারেল বিচারক ডলি জি। শুক্রবার লস অ্যাঞ্জেলেসে দেওয়া রায়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ফেডারেল হেফাজতে সুরক্ষার বাতিলে সরকারের দাবি যুক্তিযুক্ত নয়।

বিচারক জি গত সপ্তাহেই সরকারের এই উদ্যোগকে পুরোনো প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, ২০১৯ সালেও প্রথম ট্রাম্প প্রশাসন একইভাবে ফ্লোরেস সেটেলমেন্ট এগ্রিমেন্ট বাতিল করতে চেয়েছিল। তাঁর ভাষায়, "আইন বা তথ্যের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নেই। কেবল এই কারণেই সরকারের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যায়।"

সরকার দাবি *১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শরণার্থী পরিকল্পনা
শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের অগ্রাধিকার
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের শরণার্থী নীতি নিয়ে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন আগামী অর্থবছরে শরণার্থী নেওয়ার সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪০ হাজারে নামানোর পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার বরাদ্দ রাখা হবে শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর জন্য। এমনটি প্রতিবেদন করেছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স। *১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
▸ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
▸ পাবলিক অকশনের বাড়ি
▸ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
▸ শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র দোয়া মাহফিল

বিশেষ প্রতিনিধি: মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী 'মাদার অব ডেমোক্রেসী' খ্যাত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি। এ উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগষ্ট শুক্রবার নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার জামে মসজিদে আয়োজিত মাহফিলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন।

মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ বাংলাদেশের সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা কাজী এহিয়া।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ওয়াশিংটন ডিসির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উত্তেজনা: আদালতে মামলা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ওয়াশিংটন ডিসির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে ট্রাম্প প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে টান টান উত্তেজনার। শুক্রবার সকালে ট্রাম্প প্রশাসন সিটির পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নিতে ডিইএ প্রধান টেরি কোলকে 'জরুরী পুলিশ কমিশনার' ঘোষণার দেয়। আর এ ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ডিসির অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়াল্ব ট্রাম্প প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। ট্রাম্প প্রশাসনের ডিসি নিন্ত্রয়ন্ত্রণের চেষ্টা আর সেটি প্রতিরোধে সিটি প্রশাসনের মামলার ঘটনায় সেই উত্তেজনার পারদ আরো প্রকট আকার ধারণ করে শুক্রবার থেকে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর আগে সিটির আইন শৃঙ্খলার অবনতি এমন অভিযোগ তুলে ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করেন। ডিসি থেকে গৃহহীনদের অন্যত্র অপসারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারে ঘোষণা দেন।

এদিকে শুক্রবার সিটির পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে শতাধিক মানুষ জড়ো হয়ে ফেডারেল দখলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন প্লেকার্ড হাতে বিক্ষোভ করেছে।

১৯৭৩ সালের হোম রুল অ্যাক্টের পর এই প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট ডিসির পুলিশ নিয়ন্ত্রণ নিলেন। যদিও আইনে বলা আছে, কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া তা ৩০ দিনের বেশি চলতে পারবে না। তবে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন সিটির নিয়ন্ত্রণে সময় বৃদ্ধির।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযানে ১৫ অবৈধ অভিবাসীসহ ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি ঘোষণা দেন, ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান টেরি কোল এখন থেকে ডিসি পুলিশের কার্যক্রম অনুমোদন করবেন। এছাড়াও "সাংকচুয়ারি নীতি" বাতিল করে অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য শেয়ারের নির্দেশ দেন তিনি।

এর ঘণ্টা কয়েক পরে ডিসির অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়াল্ব তাঁর মামলায় অভিযোগ করেন, ফেডারেল সরকার সিটির পুলিশ প্রধান হিসেবে ডিইএ প্রধান টেরি কোলকে ঘোষণা করেছে, যা বেআইনি পদক্ষেপ। এটি সিটির পুলিশকে বিশৃঙ্খলার মুখে ঠেলে দেবে।

শুক্রবার বিকেলে শুনানিতে বিচারপতি আনা রেয়েস বন্ডির ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, "আমি আইনে এমন কোনো ভিত্তি দেখি না, যা তাকে মেট্রোপলিটন পুলিশকে এইভাবে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়।"

অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডির নির্দেশে শুধু পুলিশ নেতৃত্ব বদল হয়নি, অভিবাসন নীতি সম্পর্কেও বড় পরিবর্তন এসেছে। বন্ডি স্থানীয় পুলিশের অভিবাসন সংস্থার সঙ্গে সীমিত সহযোগিতার নীতি বাতিল করে দিয়েছেন। এখন কোলের অনুমোদন ছাড়া কোনো নির্দেশ কার্যকর হবে না, আর ফেডারেল ইমিগ্রেশন ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারও করা যাবে। এই পদক্ষেপে অভিবাসন অধিকারকর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

আয়ুদা নামের সংস্থার আইন পরিচালক আনুসে সানাই বলেন, "আগে আমরা সবসময় বলতাম বিপদে পুলিশ ডাকতে, কিন্তু এখন পরামর্শ দেওয়ার আগে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হচ্ছে।"

এই দখল প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। মূলত ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত সিটির রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের সরাসরি হস্তক্ষেপকে অনেকেই নজিরবিহীন বলছেন। যদিও ট্রাম্প প্রশাসন শহরটিকে নিরাপত্তা সংকটে আছে বলে দাবি করছে, কিন্তু তথ্য বলছে ডিসির হত্যাকান্ড ও অপরাধের হার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বড় সিটির চেয়ে কম।

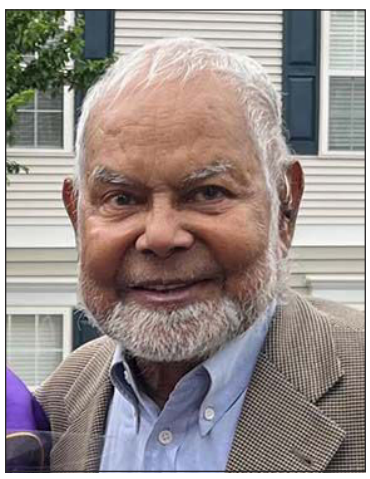
প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ড. সুলতান আহমেদ আর নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নর্থ আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সাহসী ভূমিকায় নিবেদিত প্রাণ ড. সুলতান আহমেদ ইন্তেকাল করেছেন। তিনি গত ১৩ অগাস্ট বুধবার সন্ধ্যায় ওয়াশিংটন ডিসিতে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর বয়স ছিল ৯১ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একপুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়ার ভিয়েনায় বসবাসরত ড. সুলতান দীর্ঘদিন থেকে কিডনী সমস্যা ছাড়াও বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন।

জানা যায়, ড. সুলতান আহমেদকে ড. সুলতান আহমেদকে সপ্তাহে তিনদিন ডায়ালাইসিস করতে হতো। ঐদিন ডায়ালাইসিস থেকে বাড়ি আনা হয়েছিল এবং ফল খাওয়া এবং তারপর বিশ্রাম নেওয়ার নিয়মিত রুটিন অনুসরণ করা হয়েছিল। যখন তিনি শুতে যান, তখন তার খিঁচুনি হয় এবং তিনি সোফায় পড়ে যান। সাথে সাথে ৯১১ নম্বরে ফোন করা হয় এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। হৃদরোগের জটিলতা এবং স্বাস্থ্যের অবনতি-ই মৃত্যুর কারণ বলে চিকিৎসকরা জানান।

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে পাক-বাহিনীকে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন যে সামরিক অস্ত্র দিয়েছিল, সেই অস্ত্র বোঝাই জাহাজটি ম্যারিল্যান্ডের বাল্টিমোরে আটকে দিতে অসমসাহসী ভূমিকা পালনকারির অন্যতম এই সুলতান আহমেদ সে সময় পিএইচডি'র ছাত্র ছিলেন। স্ত্রী এবং শিশু সন্তান সাথে নিয়েই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে কাজ করেছেন সুলতান আহমেদ।

শোক প্রকাশ: রাজশাহীর সন্তান, ওয়াশিংটন মেট্রে এলাকার প্রবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র সাবেক সভাপতি ড. সুলতান আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক



ড. সুলতান আহমেদ

প্রকাশ করেছেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর আবুবকর হানিপ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শতদল-এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট কবির কিরণ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ফাইজুল ইসলাম, ড. আশরাফ আহমেদ প্রমুখ ড. সুলতান আহমেদের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: ড. সুলতান আহমেদ ১৯৩৭ সালের ১০ মার্চ রাজশাহীর শহরতলির মিরেরচক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী মাদ্রাসায় (বর্তমানে হাজী মুহাম্মদ মহসিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে) পড়ার জন্য তিন মাইল হেঁটে যেতোন। তার পড়াশোনা রাজশাহী কলেজে এবং তারপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেখানে তিনি এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রীর নাম সুফিয়া আহমেদ। তার দুই সন্তান শামীম খান এবং ইফতিখার আহমেদ এবং চার নাতি-নাতনী রয়েছে।

মওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২৭ সেপ্টেম্বর

নিউইয়র্ক: স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র উপর এবারও আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছে মওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর কুইন্সে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের প্রস্তুতি বিষয়ে গত ১১ আগষ্ট সোমবার জ্যাকসন হাইটসে সংগঠনের নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন বিষয়েও আলোচনা হয়। ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের। সভায় সেমিনারের বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করা হয়। সভায় ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।





সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে মওলানা ভাসানী স্মরণে সেমিনার আয়োজন করা হবে। প্রাথমিকভাবে সেমিনারের ভেন্যু হিসেবে জেন্ট জন ইউনিভার্সিটির মিলনায়তন অথবা গুলশান ট্যারেস অথবা জুইস সেন্টারে (পাওয়া সাপেক্ষ) আয়োজিত হবে। সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিক, ডাকসু ও চাকসু'র সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না, লন্ডনে বসবাসরত ভাসানী গবেষক ড. লাইলী উদ্দিন, কানাডায় বসবাসরত ভাসানী গবেষক ড. আবিদ বাহার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

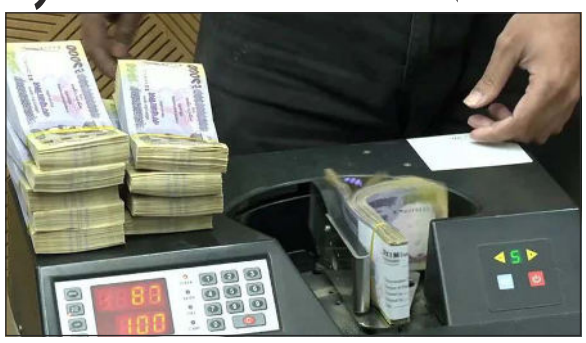
সভায় উপরোক্ত সেমিনার আয়োজন উপলক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক গিয়াস আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী আজম ও মোশাররফ হোসেন সবুজ, সদস্য সচিব শাহাব উদ্দীন সাগর, যুগ্ম সদস্য সচিব ফরিদ আলম, অভ্যর্থনা উপ কমিটির আহ্বায়ক মোস্তফা করিম ফরিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. নার্গিস রহমান ও অধ্যাপক ওসমান, প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির আহবায়ক ড. ইমরান আনসারী, সদস্য সচিব অধ্যাপক সৈয়দ আজাদ, অর্থ বিষয়ক উপ কমিটির আহ্বায়ক আব্দুস সবুর, সাংস্কৃতিক উপ কমিটির আহ্বায়ক এন আমীন, আপ্যায়ন উপ কমিটির আহ্বায়ক নাজমুল আলম শ্যামল।

কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ হোসেন খান, যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুর রহিম হাওলাদার, সমন্বয়কারী বেলাল মোহাম্মদ, এম এ সাদেক ও দেলোয়ার হোসেন শিপন।

সভায় ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে সাঈদ তারেক, আব্দুর রহিম হওলাদার, মীর মশিউর রহমান, এবিএম ওসমান গণি, দেলোয়ার হোসেন, এম এ সাদেক, মির্জা এ আজম, লায়ন সোহেল আহমেদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, মোহাম্মদ আব্দুস সোহবান, সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে।

ফাউন্ডেশনের পরবর্তী সভা আগামী ২২ আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যা ৮ টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে বলে ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের জানান।

আর্থিক সংকটে নাজেহাল একাধিক ব্যাংক, টাকা পাচ্ছে না গ্রাহক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেশের বেসরকারি খাতের অন্যতম বেশ কয়েকটি ব্যাংক তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ, খেলাপি ঋণের বোঝা, বড় অঙ্কের লোকসান এবং তারল্য সংকটের কারণে ব্যাংকগুলো কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

বর্তমানে পাঁচটি ব্যাংক- ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংক একীভূতকরণের আলোচনায় রয়েছে। এই ব্যাংকগুলোতে এখন চরম তারল্য সংকট বিরাজ করছে। এসব ব্যাংকের গ্রাহকরা নিজের জমানো টাকা তুলতে পারছেন না। নানা টালবাহানা আর অজুহাত দেখাচ্ছে ব্যাংকগুলো। ফলে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন তারা। তাদের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ। অথচ এসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তারল্য সহায়তা পেয়েছে।

জানা গেছে, টাকা ছাপিয়ে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সহায়তা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ছাড়া গ্রাহকের দায় পরিশোধের নামে এই টাকা নিলেও ধারের এসব টাকা ভিন্নখাতে ব্যয়ের অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যাংককে সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একইসঙ্গে গত কয়েক মাসে তারল্য সংকটে থাকা ব্যাংকগুলোকে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা ধার দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার পেয়েও সংকট কাটাতে পারছে না ব্যাংকগুলো।

সরজমিন সংকটে থাকা কয়েকটি ব্যাংকের শাখা পরিদর্শনে গিয়ে গ্রাহকদের অতি প্রয়োজনেও টাকা না পাওয়ার বেশ কিছু চিত্র চোখে পড়ে।

ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বেসরকারি চাকরিজীবী আবদুল কাদের। তিনি এক্সিম ব্যাংকের নিউ ইস্কাটন শাখা থেকে জরুরি প্রয়োজনে দেড় লাখ টাকা তুলতে এসেছেন। তবে এক সপ্তাহ ঘুরে এক হাজার টাকাও হাতে পাননি বলে জানান তিনি।

এই চিত্র শুধু কাদেরের নয়, এটি এখন গোবাল ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি, ইউনিয়ন ব্যাংক, পদ্মা ব্যাংক ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের মতো বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের প্রায় লাখো গ্রাহকের প্রতিদিনের বাস্তবতা।

এর আগে পদ্মা ব্যাংকের সঙ্গে এক্সিম ব্যাংকের একীভূত হওয়ার কথা থাকলেও, এক্সিম ব্যাংক সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের পাঁচটি দুর্বল ব্যাংককে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী ইসলামী ব্যাংক গঠনের যে পরিকল্পনা করছে, সেখানেও এক্সিম ব্যাংকের নাম রয়েছে।

ন্যাশনাল ব্যাংকের এক গ্রাহক জানান, ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার টাকা তুলতে পাঁচদিন থেকে ঘুরছি। অপর এক গ্রাহক জানান, ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার টাকাও পাচ্ছি না।

ন্যাশনাল ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান, গ্রাহকদের ভোগান্তি হচ্ছে, কিন্তু ব্যাংকে টাকা নেই। তাই বাধ্য হয়ে ছোট ছোট অঙ্কের টাকা দিতে হচ্ছে।

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক মাহামুদুল হক নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, ৫০ হাজার টাকার চেক দিলে হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় পাঁচ হাজার টাকা। আমার ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কর্মীদের বেতন দিতে পারছি না। কারণ ব্যাংকে টাকা থাকা সত্ত্বেও আমি তা তুলতে পারছি না।'

মতিঝিলে ইউনিয়ন ব্যাংকের শাখার গ্রাহক নজরুল বলেন, ব্যাংকে টাকা রেখে মহাবিপদে আছি। মাত্র ৫ লাখ তুলতে পারছি না। ব্যাংকের কাছে ১ লাখ টাকার চেক দিলেও তা ক্যাশ করেনি। একই অভিযোগ, গোবাল ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক বায়োজিদের।

সার্বিক বিষয়ে গ্রাহকদের টাকা দেয়ার ব্যাপারে সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারেননি ব্যাংকগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তারা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু ব্যাংকের অনিয়ম, দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং মার্জার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতার কারণে গ্রাহকের আস্থা ফিরে আসেনি। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, তারা ধাপে ধাপে সমস্যাগুলো সমাধান করছে, তবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে আরও সময় লাগবে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন

ভারতে বাংলায় কথা বলতে ভয়!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে ভারতে সাম্প্রতিক অভিযানে বিপদে পড়ছেন বাংলাভাষীরা। গত চার মাসে তিনটি রাজ্যে প্রায় ৯ হাজার বাংলাভাষীকে আটক করে অস্থায়ী বন্দিশালায় রাখা হয়েছে। আর অন্তত দুই হাজার বাংলাভাষীকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে ভারতের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পরিস্থিতি এতটা বেগতিক যে মানুষজন বাংলায় কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। গত শুক্রবার নিউইয়র্ক টাইমসের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার পর অভিবাসনবিরোধী অভিযান শুরু হয়। এটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভয় ছড়ানোর হাতিয়ারে পরিণত করেছে ভারত সরকার। বিশেষ করে, লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে বাংলায় কথা বলা মানুষজন।

এ অভিযানে আটক হওয়া বেশির ভাগ মানুষ কখনও পাকিস্তানে যায়নি। এ দেশটিকে হামলার জন্য দায়ী করেছে ভারত। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সরকারি ভাষা বাংলা। উভয় দেশের সীমান্তের দুই পাশে কোটি কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। কয়েক হাজার ভারতীয় বাংলাভাষীকে আটক বা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের বেশির ভাগ মুসলমান। অনেকে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। কয়েক দশক ধরে এ রাজ্যের তরুণরা কাজের জন্য ভারতের অন্যান্য বড় শহরে যাচ্ছেন।

অভিযোগ রয়েছে, কয়েক লাখ অনিবন্ধিত বাংলাদেশি ভারতে বাস করেন। দুই দেশের সীমান্ত দিয়ে তারা বৈধ বা অবৈধভাবে যাতায়াত করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে অভিযান চালান হচ্ছে। অনিবন্ধিত অভিবাসী থাকার প্রমাণও মিলছে।

গত জুলাই থেকে রাজধানীর নয়াদিল্লির উপশহর গুরুগ্রামের কর্তৃপক্ষ অবৈধ অভিবাসী খুঁজতে অভিযান চালাচ্ছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গুরুগ্রাম পুলিশ কয়েকশ মানুষকে আটক করেছে। এদের মধ্যে অনেকের ভারতে বৈধভাবে বসবাসের নথি রয়েছে। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অভিযান শুরু হওয়ার পর কয়েকশ গরিব বাংলাভাষী মানুষ পুলিশি হয়রানির ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে।

গুরুগ্রাম পুলিশ বিভাগের জনসংযোগ কর্মকর্তা সন্দীপ কুমার বলেন, এই অভিযানে ২০০ থেকে ২৫০ জনকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জনকে অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শহর ছেড়ে পালানোর কথা গুজব।

গুরুগ্রামে আটক-সংক্রান্ত মামলা নিয়ে কাজ করা আইনজীবী সুপান্থ সিনহা বলেন, শহর ছেড়ে পালানোর সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি। অভিযান চালানো চারটি রাজ্যের এক ডজন মুসলিম ও হিন্দু বাংলাভাষী জানান, তারা সরকারি এই অভিযানের ভয়ে আছেন।

অভিজিৎ পাল (১৮) বলেন, তিনি পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুরুগ্রামে গিয়েছিলেন। যখন তাঁর বস্তিতে অভিযান চালানো হয়, তখন

পুলিশকে ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জুলাই সনদ চূড়ান্ত, আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাজনীতিতে বহুল আলোচিত 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫'-এর সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর কার কী অবস্থান, তা সংযোজন করা হয়েছে এতে। খসড়াটি গত শনিবার ৩০ রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে পাঠিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। আগামী ২০ আগস্টের মধ্যে মতামত জানাতে বলা হয়েছে। খসড়ায় বলা হয়েছে, সংবিধান ও আইনের ওপর প্রাধান্য পাওয়া সনদ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না আদালতে। থাকছে আইনি ভিত্তিও।

পটভূমিসহ সনদটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত পটভূমি, ছয় সংস্কার কমিশন গঠন, ঐকমত্য কমিশন গঠন, কমিশনের কার্যক্রম, যে ৮৪ সুপারিশে রাজনৈতিক দলগুলোর নোট অব ডিসেন্টসহ ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো এবং বাস্তবায়নের আট দফা অঙ্গীকারনামা রয়েছে।

কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে মতামত পাওয়ার পর বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হবে। এই আলোচনায় ঠিক করা হবে, কোন কোন সংস্কার প্রস্তাব আসন্ন নির্বাচনের আগে বাস্তবায়নযোগ্য।

সনদ বাস্তবায়নের পথ খুঁজতে সংসদের কমিশন কার্যালয়ে বৈঠক করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

বৈঠকে উপস্থিত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, সনদ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞদের যেসব মতামত পাওয়া গেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিএনপি আগেই জানিয়েছে, সংবিধান সংশোধন-সংক্রান্ত যেসব সংস্কার প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলো আগামী সংসদে বাস্তবায়ন করা হবে। তবে জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলনসহ অধিকাংশ দল এতে রাজি নয়। তারা সনদের আইনি ভিত্তি চায়। তাদের ভাষ্য, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করে এর অধীনে নির্বাচন হতে হবে। এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন একই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

যেসব অঙ্গীকার রয়েছে



সনদে বলা হয়েছে কী কী সংস্কার হবে। সংলাপে অংশ নেওয়া সব রাজনৈতিক দল এতে সই করে, সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবে। অঙ্গীকারনামার শুরুতে অংশে বলা হয়েছে, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান গ্রহণ করা হয়। একাত্তরের ২৬ মার্চ থেকে ওই সময় পর্যন্ত সংবিধান না থাকলেও, মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মধ্যবর্তী সময়ের সব কাজকে আইনি ও সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়া হয়।

একইভাবে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালন শেষে প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যাওয়া আইনে না হলেও রাজনৈতিক অঙ্গীকারে বৈধতা দেওয়া হয়। এ ধরনের বৈধতা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে সাংবিধানিক কনভেনশন এবং গণতন্ত্রকে সংহত করে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সংস্কারের জনআকাঙ্ক্ষাকে একইভাবে বৈধতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সনদের খসড়ায়।

অঙ্গীকারের প্রথম দফায় বলা হয়েছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হাজারো প্রাণের বিনিময়ে সনদ নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের দলিল হিসেবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে রাজনৈতিক দলগুলো।

দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, জনগণ রাষ্ট্রের মালিক। তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন। জনগণের অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হিসেবে জুলাই সনদের সব বিধান, নীতি ও সিদ্ধান্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে। সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর কিছু থাকলেও সনদ প্রাধান্য পাবে।

অঙ্গীকারের তৃতীয় দফায় বলা হয়েছে, সনদের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত মিমাংসার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের থাকবে।

প্রথম খসড়ায় বলা হয়েছিল, সনদ নিয়ে আদালতের প্রশ্ন তোলা যাবে না। পরে তা বাদ দেওয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকের পর তা আবার সংযোজন করা হয়েছে। চতুর্থ অঙ্গীকারে বলা হয়েছে, সনদের বিধান প্রস্তাব ও সুপারিশ সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে বলবৎ গণ্য হবে। তাই সনদের বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা কিংবা জারির কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

পঞ্চম দফায় বলা হয়েছে, সনদ অনুযায়ী সংবিধান এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, লিখন ও পুনর্লিখন করা হবে। পরের দফায় বলা হয়েছে, গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সপ্তম দফায়, গণঅভ্যুত্থানে সব হত্যার বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা, শহীদ পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসনের অঙ্গীকার রয়েছে।

গত ২৮ জুলাই কমিশন দলগুলোকে যে নমুনা সনদ দিয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, আগামী সংসদে গঠিত সরকার দুই বছরের মধ্যে সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়ন করবে। এতে বিএনপি রাজি হলেও, জামায়াত, এনসিপিসহ অধিকাংশ দল প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা সনদের আইনি ভিত্তি চায়।

অঙ্গীকারের অষ্টম দফায় বলা হয়েছে, সংস্কারের যেসব প্রস্তাব অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, সেগুলো কালক্ষেপণ না করেই নির্বাচনের আগে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে।

যেসব সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন হবে, সেগুলো সংসদ গঠনের আগে কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে প্রশ্নে আলী রীয়াজ বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনায় এই পথ তৈরি হবে।

সংসদের বাইরে সংবিধান সংশোধনের বিরোধী বিএনপি। সনদের খসড়া পাওয়ার কথা জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, সনদ পড়ে মতামত জানাবে বিএনপি।

সনদকে আইনে ভিত্তি দেওয়ার বিধান খসড়ায় থাকায় জামায়াতের দাবির একাংশ পূরণ হয়েছে। দলটির নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, দলীয় ফোরামে আলোচনা করে মতামত জানানো হবে।

The Weekly Bangla Patrika
Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ নয়, শান্তি আসুক বিশ্বে

বিশ্ব আজ এক অনিশ্চিত সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, অন্যদিকে ফিলিস্তিনে দমবন্ধ করা রক্তক্ষয়ী সংঘাত মানব সভ্যতা যেন আবারো ইতিহাসের এক ভয়াবহ অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য শিশু, নারী ও নিরীহ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, আশ্রয় হারাচ্ছে লক্ষ লক্ষ পরিবার। মানবতার এই বিপর্যয় শুধু দুটি ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ নেই; এর অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ছে গোটা বিশ্বে, অর্থনীতি থেকে শুরু করে কূটনীতি সব ক্ষেত্রেই।

ইউক্রেন যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্ব ইউরোপ ও এশিয়ায় জ্বালানি সংকট ও মুদ্রাস্ফীতি ডেকে এনেছে। ফিলিস্তিনে রক্তপাতের দৃশ্য আবারও আমাদের সামনে প্রশ্ন তোলে-সভ্যতার এই সময়ে কেন এখনও জাতিগত বৈষম্য, দখলনীতি ও নিপীড়ন চলতে থাকবে? যুদ্ধ যত দীর্ঘ হয়, তত গভীর হয় মানুষের ক্ষত, দুর্বল হয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা।

বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো আজও নিজস্ব স্বার্থের জালে আটকে আছে। কেউ অস্ত্র বিক্রির সুযোগ নিচ্ছে, কেউ কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তারের খেলা খেলছে। অথচ সবচেয়ে জরুরি বিষয় মানবজীবনের নিরাপত্তা, বেঁচে থাকার অধিকার সেটি অবহেলিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢালার প্রবণতা মানবসভ্যতাকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে।

ইতিহাস সাক্ষী, যুদ্ধ কোনোদিন স্থায়ী সমাধান আনতে পারেনি। যে যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত হয়েছিল, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েই জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, যাতে আর কোনো জাতি এমন বিভীষিকায় পতিত না হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আজ সেই জাতিসংঘই অকার্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে বড় শক্তির দ্বন্দ্বে।

এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো আন্তর্জাতিক জনমতকে শক্তিশালী করা, শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ তোলা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে বলতে হবেযুদ্ধ নয়, আমরা চাই শান্তি। প্রতিটি রাষ্ট্রনেতার উচিত হবে এক ধাপ পিছু হটে আলোচনার টেবিলে বসা, প্রতিপক্ষকে ধ্বংস নয় বরং সহাবস্থানের পথ খোঁজা।

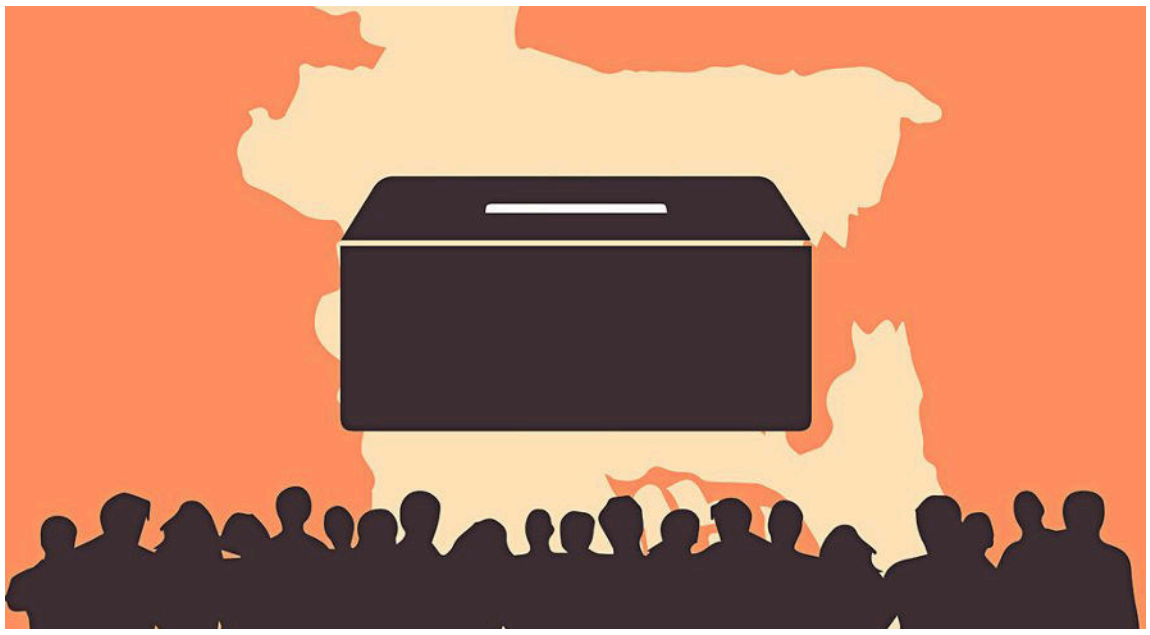
মানবসভ্যতা অনেক রক্ত দিয়েই এগিয়েছে। আর নয় রক্ত, আর নয় অশ্রুএবার প্রয়োজন শান্তির পতাকা উড়ানো। ইউক্রেন হোক কিংবা ফিলিস্তিন, কিংবা বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত প্রতিটি শিশুর হাসিই যেন হোক মানবতার সবচেয়ে বড় বিজয়।

যুদ্ধ নয়, শান্তিই হোক বিশ্বে-এই হোক অঙ্গীকার।

সফলতার ২৮ বছর
বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

সংশয়-শঙ্কা থেকে অশনিসংকেত

অরুণ কর্মকার



অনেকেরই সংশয় ছিল। কারও কিছুটা হালকা, কারও আবার গভীর। কেউ কেউ শঙ্কিতও ছিলেন। দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তা নিয়ে। এদের সবার সেই সব সংশয় ও শঙ্কা এখন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ফলে দেশের শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপান্তরকামী সাধারণ মানুষের জন্য তা হয়ে উঠেছে অশনিসংকেত। হ্যাঁ, এই কথাগুলো হচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন নিয়ে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সেই নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছেন। সে ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে চিঠি পেয়ে নির্বাচন কমিশনও সেইভাবে প্রস্তুতি শুরু করেছে। এই দিন তিনেক আগেও মালয়েশিয়া সফরের সময় প্রধান উপদেষ্টা সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার এখন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু ঘটনাবলি তো তার আগেই অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। নির্বাচনের সময় ঘোষণার দু-এক দিনের মধ্যেই জামায়াতে ইসলামী প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত জুলাই ঘোষণাপত্র এবং এখন পর্যন্ত অঘোষিত জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির দাবিতে দুই দিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। একই সঙ্গে জামায়াত এই ঘোষণাও করে রেখেছে যে, তাদের দলীয় অবস্থান অনুযায়ী সংসদের উভয় কক্ষেই সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির নির্বাচনের দাবিতে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। এখন তারা সেই আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করছে বলেও শোনা যাচ্ছে। জামায়াতের এই আন্দোলনমুখী অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই কারণে যে, দলটি জুলাই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সফলতার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। অন্তর্বর্তী সরকারের ঘনিষ্ঠ সমর্থক এবং দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশ্বাসী। তবে তারা আগামী ফেব্রুয়ারির সম্ভাব্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে উপরি উক্ত কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষের দাবি তুলেছে।

দ্বিতীয়ত, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এবং ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর ১০ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বলেছেন, 'অনেকে মনে করছেন যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়ে গেছে। নির্বাচন হবে। কেউ সরকারে যাবে, কেউ বিরোধী দলে। পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশে এখনো মেঘ ঘনিয়ে আছে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলেও শঙ্কা কাটেনি। দেশে আগামী দিনে নানা ধরনের রাজনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে এবং সেই সংকট থেকে দেশ আবারও ওয়ান-ইলেভেন কিংবা ফ্যাসিবাদের দিকে যেতে পারে।' নুরুল হক নুর হয়তো একটি ছোট দলের নেতা। কিন্তু তাঁর কথা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত করা এবং সংঘটনের ক্ষেত্রে তাঁর এবং তাঁর দলের বিশেষ ভূমিকা ছিল। অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেও অভ্যুত্থানের স্ট্রাইকিং ফোর্স ছাত্র নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান মেন্টর ছিলেন তিনি। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাঁর শঙ্কা তাই বিশেষ কিছুর ইঙ্গিতবহ হতে পারে বলে বিশ্বাস করার যৌক্তিক কারণ আছে।

> ...'বাংলাদেশে এখন অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মতো পরিবেশ বিরাজমান নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। সরকারের অনেক অর্জন থাকলেও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন আয়োজন করা গ্রহণযোগ্য নয়...

তৃতীয়ত, ছাত্র নেতৃত্বের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ মেন্টর লেখক ও রাষ্ট্রচিন্তক ফরহাদ মজহার ১২ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'বাংলাদেশে এখন অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মতো পরিবেশ বিরাজমান নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। সরকারের অনেক অর্জন থাকলেও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন আয়োজন করা গ্রহণযোগ্য নয়।...শেখ হাসিনার রেখে যাওয়া সংবিধানের অধীনে কোনো নির্বাচন জনগণ মেনে নেবে না। আমলা বেচাকেনা করে নির্বাচনী বৈতরণি পার করার পুরোনো কৌশল জনগণ মেনে নেবে না। গণসার্বভৌমত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।' তিনি ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সংবিধান সংশোধনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের অধীন করেছেন।

চতুর্থত, ওই একই দিনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, 'ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না।' এনসিপির যুব সংগঠন জাতীয় যুব শক্তি আয়োজিত 'জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না। যদি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হয় তাহলে আমার যে ভাইয়েরা শহীদ হয়েছিল, সংস্কারের জন্য একটি নতুন সংবিধানের জন্য রক্ত দিয়েছিল, সেই মরদেহটা সরকারের ফেরত দিতে হবে। একই সংবিধানে একই ফ্যাসিবাদী সিস্টেমে নির্বাচনে যাচ্ছি। তাহলে এতগুলো মানুষের শহীদ হওয়ার দরকার কী ছিল? ...আর একটা ফ্যাসিবাদের কারখানা রয়ে গেছে এখনো–বঙ্গভবন। এটার পতন আপনাদের হাত ধরে হবে ইনশা আল্লাহ।'

পঞ্চমত, ওই একই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'নির্বাচন চাই। তবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। জুলাই ঘোষণাপত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জুলাই সনদে একবিন্দুও ছাড় দেওয়া হবে না। জুলাই সনদের যে উদ্দেশ্য, তা প্রতিষ্ঠা করেই এনসিপি নির্বাচনে অংশ নেবে। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যেতে পারবে না।' এনসিপির এই শীর্ষ নেতাও বিদ্যমান ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনকে কার্যত নাকচ করে দিয়েছেন।

ষষ্ঠত, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১৩ আগস্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের দাবিটি নতুন করে তুলেছে। এ ছাড়া তারা জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় ও সব স্থানীয় নির্বাচন, সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি প্রবর্তন, আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিলসহ

বেশ কিছু দাবি জানিয়েছে। এসব দাবিতে তারা অবস্থান নিলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অনিশ্চিতই হয়ে যায়। একসময়ের কট্টর জামায়াতবিরোধী এই ইসলামি দলটির সঙ্গে সম্প্রতি জামায়াত এবং এনসিপির রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা লক্ষণীয়।

এগুলো তো অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সরাসরি অশনিসংকেত হিসেবে প্রতীয়মান। এ ছাড়া কিছু সংকেত পাওয়া যাচ্ছে পরোক্ষভাবে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতার মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আতিথ্য গ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া। অন্য কিছু দূতাবাসেও তাঁদের যাতায়াতের খবরাখবর প্রায় নিয়মিতই প্রকাশিত হয়। তবে সম্প্রতি সংবিধান সংস্কার কমিশনের সভাপতি এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজের মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আতিথ্য গ্রহণ সবারই বিশেষ নজর কেড়েছে।

এখন কথা হলো, জুলাই অভ্যুত্থানের মতো একটি গণ-অভ্যুত্থানের পরও যদি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এবং নেতাদের সংবিৎ না ফেরে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে যদি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে জটিল করে তোলা হয়, সেটাও জাতির জন্য অশনিসংকেতই বটে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

বিপ্লবের এক বছর পর বাংলাদেশ: আশা থেকে হতাশার পথে?



নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন : এক বছরের সামান্য কিছু আগের কথা। বাংলাদেশের স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা যখন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর নির্মম দমন অভিযান চালান, তখন রংপুর শহরে সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন আবু সাঈদ। তাঁর দুই হাত ছিল প্রসারিত।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবু সাঈদ গুলিবিদ্ধ হন। পরিবার জানায়, আহত হয়ে পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন সেই গণ অভ্যুত্থানের একজন শহীদ; যেখানে প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন নিহত হন। শেষ পর্যন্ত ওই আন্দোলনেই শেখ হাসিনার টানা ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

শেখ হাসিনা পরে পালিয়ে ভারতে চলে যান। দেশকে নৈরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে রেখে তিনি পালিয়েছেন; কিন্তু তখনো দেশে ছিল আশার আলো। এখন সেই আশার আলো এখন ম্লানের পথে।

শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশকে আরও ন্যায়সংগত ও কম দুর্নীতিগ্রস্ত গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসকে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে বসাতে সহায়তা করেন। এ সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল দেশকে বিশৃঙ্খলা থেকে স্থিতিশীলতার পথে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ধীরগতিতে অনেক বাংলাদেশি হতাশ। তাঁরা ভাবছেন, তবে কি আবু সাঈদের মতো বিক্ষোভকারীরা বৃথাই নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে সরকার দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি, চাকরির স্বল্পতা ও প্রবলভাবে জেঁকে বসা প্রশাসনের মতো পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো দূর করার চেষ্টা করেছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জনরোষ আংশিক বাড়িয়ে দিয়েছিল এসব সমস্যা।

গণতান্ত্রিক সংস্কারকাজ দ্রুত কার্যকর করা শিক্ষার্থীদের জোর দাবি। তাঁরা চাইছেন, গত বছর বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলার জন্য শেখ হাসিনা এবং তাঁর দলের অভিযুক্ত নেতাকর্মী, পুলিশ সদস্যসহ অন্যদের দ্রুত শাস্তি হোক।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি 'আমাকে কষ্ট দেয়' উল্লেখ করে আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম, দেশ নৈতিকভাবে উন্নত হবে, বৈষম্য শেষ হবে, সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, হত্যাকারীরা শাস্তি পাবেন এবং সেই শাস্তি অপরাধীদের আতঙ্কিত করবে; কিন্তু এ রকম কিছুই ঘটেনি।'

রমজান আলী আরও বললেন, মুহাম্মদ ইউনূস না থাকলে পরিস্থিতি হয়তো আরও খারাপ হতো।

নতুন সূচনা

বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র ও দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দেশের সংস্কারকাজের ভার মুহাম্মদ ইউনূসের কাঁধে এসে পড়েছে। এটি এমন এক দেশ; যা (নানা বিষয়ে) এখনো বিভক্ত। সেখানে আবার প্রায় ৫০টি রাজনৈতিক দল রয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের প্রথম কাজ। গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী লুটপাট, বিশৃঙ্খলা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। তবে দেশ বর্তমানে আগের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল হলেও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিযোগ, হিন্দু সংখ্যালঘু ও শেখ হাসিনার সমর্থকদের ওপর চালানো সহিংসতা দমনে সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়নি। অন্যদিকে একই সময়ে 'ইসলামি কট্টরপন্থীরা' নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা চালিয়েছেন।

বড় পরিসরে সংস্কার কর্মসূচি শুরু করা ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের পরবর্তী লক্ষ্য। তিনি নির্বাচনী ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ বাহিনীর মতো ক্ষেত্রগুলোতে পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য ১১টি কমিশন গঠন করেছিলেন। শেখ হাসিনা যেসব প্রতিষ্ঠানকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করেছিলেন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে চাপ মোকাবিলায় সেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর শক্তিশালী করাই ছিল (সংস্কার কর্মসূচির) প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এসেছে। এ পরিস্থিতিতে আশা হতাশায় রূপ নিচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ সালেহীন অয়ন বলেন, 'এখন সবকিছু এলোমেলো মনে হচ্ছে।' গত বছর সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভে তাঁর পায়েও গুলি লেগেছিল।

'আমাদের স্বপ্নগুলো অপূর্ণ রয়ে গেছে' মন্তব্য করে আবদুল্লাহ বলেন, ছাত্রনেতারা যে তাগিদ নিয়ে নিজেদের পরিকল্পনাগুলো শুরু করেছিলেন, তা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে।

গত সপ্তাহে মুহাম্মদ ইউনূস ঘোষণা করেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে সংস্কার করা একটি ভোটব্যবস্থার আওতায় দেশে নির্বাচন হবে; কিন্তু এর আগেই বিস্তারিত অনেক বিষয়ের সমাধান বাকি; যা রাজনৈতিক দলগুলোর মতবিরোধের কারণে সুরাহা করা যাচ্ছে না।

শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার বার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক ভাষণে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, তাঁর সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে একটি 'সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত' দেশ পেয়েছে। তবে দেশ সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠছে। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

অধ্যাপক ইউনূসের দায়িত্ব পালনের অর্ধেকের বেশি সময় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণ নিয়ে আলাপ আলোচনায় কেটে গেছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অস্তিত্ব সংকটে পড়ার পর দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গুরুত্বের সঙ্গে বলে আসছে, অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত শুধু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারকাজের বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য সংস্কারের ভার নির্বাচিত সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া।

কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রথমে আরও বিস্তৃত পরিসরে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মুহাম্মদ ইউনূসের অবস্থানকে সমর্থন করেছে।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানান, প্রায় ৩০টি রাজনৈতিক দল দুই মাস ধরে সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে আসছে।

অগ্রগতির আশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরে আলী রীয়াজ বলেন, 'কোনো ধরনের তিক্ত বিবাদ ছাড়াই' তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। স্বাধীন বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও একজন ব্যক্তি কতবার প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন, সেই সীমা নির্ধারণের মতো বিষয়গুলোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

রাজনৈতিক বিভাজন

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের নেতাদের নির্বাচিত করতে পারাটা প্রায় ১৭ কোটি ১০ লাখ মানুষের বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

পাকিস্তান থেকে ১৯৭১ সালে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথ প্রধানত দুটি রাজনৈতিক পরিবার দিয়ে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন শেখ মুজিবুর রহমান (শেখ হাসিনার বাবা) আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ পরিচালনা শুরু করেন (স্বাধীন হওয়ার পর)।

স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনা কর্মকর্তা ও পরে রাষ্ট্রপতি হওয়া জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেছিলেন। বর্তমানে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন লন্ডনে বসবাসরত তাঁর ছেলে।

শেখ হাসিনা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার আগ পর্যন্ত দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিয়মিতভাবে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। জালিয়াতির ভোট আখ্যা দিয়ে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন বর্জন করেছিল বিএনপি। এদিকে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ দেখা না যেতে পারে। কারণ, দেশে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নতুন রাজনৈতিক দলগুলো গ্রাম ও মফস্বল এলাকায় জনসংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। গণঅভ্যুত্থানের ছাত্রনেতা নাহিদ ইসলাম মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার থেকে পদত্যাগ করে গত ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) হাল ধরেন। সমর্থন জোগাড় করতে গত জুলাইতে দলটির নেতারা বিভিন্ন জেলায় 'দেশ গড়ার' পদযাত্রা করেন।

তরুণ ভোটাররা সব দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যবর্তী বয়স প্রায় ২৬ বছর (অর্থাৎ দেশের অর্ধেক মানুষ ২৬ বছরের কম বয়সী, বাকি অর্ধেক ২৬ বছরের বেশি বয়সী। এককথায়, জনসংখ্যার বড় অংশই তরুণ)। দেশের অনেক তরুণ শুধু হাসিনার শাসনামল দেখেই বেড়ে উঠেছেন।

গত বছরের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা সৈয়দ খান সাগর। তিনি বলেন, 'প্রজন্ম হিসেবে আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে ভালো কোনো বোঝাপড়া নেই। কারণ, আমরা এটি দেখিনি।' তিনি আরও বলেন, 'তাই নাগরিকেরা যাতে কোনো ধরনের ভয় ছাড়াই শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন, তা রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করা উচিত।'

ঢাকার বিভিন্ন কমিউনিটি গ্রুপের সঙ্গে কাজ করেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক থাহিতুন মরিয়ম। তাঁর আশঙ্কা, অন্য দশটির মতো আরেকটি সাধারণ সমস্যাও অমীমাংসিত রয়ে যেতে পারে। তা হলো এ দেশের প্রথাগত (রক্ষণশীল) সমাজে নারীর প্রান্তিকীকরণের সমস্যার হয়তো সমাধান হবে না। তিনি আরও বলেন, বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তন না এলে শুধু নির্বাচন ও সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত বদল আসবে না; বরং এগুলো আবারও 'পুরুষকেন্দ্রিক, পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক বাস্তবতা' তৈরি করবে।

২০২৪ সালের বিক্ষোভে বিপুলসংখ্যক নারী শিক্ষার্থীকে অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল; কিন্তু তাঁরা এখন প্রকাশ্য ভূমিকা থেকে নিজেদের সরিয়ে ফেলেছেন। তবে মরিয়ম বলেন, তিনি এখনো আশা করেন, বাংলাদেশের নতুন গণতন্ত্র আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক বলে প্রমাণিত হবে।

মিশ্র অনুভূতি

৫ আগস্ট হাসিনার পতনের বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাজারো মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। সন্ধ্যার হালকা বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁরা মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ শুনেছেন।

ভাষণে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, গত বছরের গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁরা জাতীয় বীর হিসেবে গণ্য হবেন এবং 'শহীদদের পরিবার, আহত যোদ্ধা ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আইনি সুরক্ষা' দেবে সরকার। তাঁর এ কথায় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

কিন্তু এসব উদ্যাপনের আড়ালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রাগ-ক্ষোভ লুকিয়ে ছিল। কারণ, ২০২৪-এর জুলাই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করার প্রতিশ্রুতি এখনো পূরণ হয়নি।

আবু সাঈদের ভাই রমজান আলী জানান, তাঁর ভাইকে গুলি করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছেন; কিন্তু তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে শেখ হাসিনাই এ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রমজান আলী বলেন, 'আবু সাঈদ এ অভ্যুত্থানের একজন সুপরিচিত শহীদ।' তিনি আরও বলেন, যদি তাঁর মামলাই যথাযথভাবে পরিচালনা করা না হয়, তবে বাংলাদেশ কি কখনো কোনো সুবিচার পাবে?

হত্যাকাণ্ডে নিজ ভূমিকার জন্য ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতিতে মামলা চলছে। গত সপ্তাহে তিনি ভারত থেকে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সেখানে ছাত্রদের বিপ্লবকে নিজেদের 'কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত গণতন্ত্রের জন্য সহিংস বাধা' হিসেবে তিনি আখ্যায়িত করেন।

এদিকে কিছু অধিকারকর্মী বাংলাদেশের বর্তমান নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, নতুন বাংলাদেশে স্পষ্ট কোনো দিশা নেই।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) এশিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক মিনাক্ষী গাঙ্গুলী সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'দেখে মনে হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার আটকে গেছে। এ সরকারকে একদিকে সংস্কারহীন নিরাপত্তা খাত সামলাতে হচ্ছে। "সহিংস ধর্মীয় গোষ্ঠী" ও রাজনৈতিক দলগুলোকে কখনো কখনো বাংলাদেশের অধিকার রক্ষার চেয়ে হাসিনার সমর্থকদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার দিকেই বেশি মনোযোগী বলে মনে হচ্ছে।'

বাংলাদেশের অধিকাংশ নাগরিক দৈনন্দিন জীবনের বড় রকমের সমস্যাতেও রয়েছেন। কারণ, অর্থনীতি মন্থর হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আগের বছরের তুলনায় গত বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ২ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০২৩ সালে তা ছিল ৫ দশমিক ৮ শতাংশ।

আবদুল কাদের (৩৭) বললেন, ঢাকা শহরে তাঁর এয়ার কন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর মেরামতের দোকানের আয় গণঅভ্যুত্থানের পর ১০ শতাংশ কমেছে। তিনি বলেন, অস্থিরতার কারণে গ্রাহকেরা সতর্ক হয়ে পড়েছেন। তবে তিনি আশা করেন, নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলে কিছুটা স্বস্তি তৈরি হতে পারে।

আবদুল কাদের আরও বলেন, 'মনে হচ্ছে মানুষের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই কিংবা যাঁর কাছে আছে, তিনি খরচ করতে চাইছেন না।'

কর্মপরিধি:
পর্যটন অর্থশাস্ত্রের কর্মপরিধি বহুমাত্রিক। প্রথমত, এটি পর্যটন চাহিদা বিশ্লেষণ করে, যেখানে ভ্রমণকারীর পছন্দ, আয় ও দাম পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। দ্বিতীয়ত, পর্যটন শিল্পের যোগান কাঠামো যেমন হোটেল, ট্রাভেল এজেন্সি, পরিবহন ও আকর্ষণসমূহের উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা পরীক্ষা করা হয়। তৃতীয়ত, সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়, যেমন রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন। গবেষকরা ইনপুট-আউটপুট মডেল ও সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষণ ব্যবহার করে এই প্রভাব পরিমাপ করেন। চতুর্থত, সমসাময়িক পর্যটন অর্থশাস্ত্র টেকসই পর্যটন, পরিবেশগত অর্থনীতি এবং নীতিমালার অর্থনৈতিক মূল্যায়নের দিকে মনোনিবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশগত বাহ্যিকতা পরিমাপ ও সমাধানের কৌশল তৈরি করা এই শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

দার্শনিক ভিত্তি:
পর্যটন কেবল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়; এটি সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব পর্যটন নীতি ও অনুশীলনে নৈতিক ও তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে।

১. উপযোগবাদ (Utilitarianism):
উপযোগবাদ অনুযায়ী নীতি সর্বাধিক সংখ্যকের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। পর্যটন অর্থশাস্ত্রে এটি স্থানীয় আয়ের বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়। তবে, উপযোগবাদ পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের মতো অ-আর্থিক দিক উপেক্ষা করতে পারে।

২. মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি:
পুঁজিবাদী কাঠামোতে শ্রমিকদের শোষণ ও শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা পর্যটন শিল্পে প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, হোটেল বা ট্যুর অপারেটরদের শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি পান, যেখানে মালিক শ্রেণি লাভ ভোগ করে। স্থানীয় সম্পদের কর্পোরেট দখলও শ্রেণিগত বিভাজনের উদাহরণ। মার্ক্সবাদ পর্যটন শ্রমিকদের অধিকার ও সংঘাত বিশ্লেষণে সহায়ক, যদিও এটি জটিল বাস্তবতার সরলীকরণ করতে পারে।

৩. পরিবেশদর্শন ও টেকসই পর্যটন:
পরিবেশদর্শন প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের নৈতিক প্রশ্নের উপর জোর দেয়। টেকসই পর্যটন প্রকল্পে যেমন ইকোট্যুরিজমে স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা হয়। গভীর পরিবেশদর্শন প্রকৃতির স্বকীয় মূল্যকে স্বীকৃতি দেয় এবং মানুষের প্রাধান্যবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। চ্যালেঞ্জ হিসেবে অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে পরিবেশ নীতির অবজ্ঞা ও সবুজ প্রতারণা (Greenwashing) উল্লেখযোগ্য।

৪. সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ:
সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী প্রতিটি সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও রীতিনীতি তার নিজস্ব প্রেক্ষাপটে বোঝা উচিত। পর্যটন ক্ষেত্রে এটি স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। তবে, মানবাধিকার বা নৈতিকতার সঙ্গে সংঘর্ষ এলে নীতি প্রণয়নে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়।

উপসংহার:
পর্যটন অর্থশাস্ত্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয়ে একটি বহুমাত্রিক শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। উপযোগবাদ সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে, মার্ক্সবাদ শোষণ ও শ্রেণীসংগ্রাম উন্মোচন করে, পরিবেশদর্শন টেকসই পর্যটনকে সমর্থন করে, এবং সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ায়। এই দার্শনিক ভিত্তিগুলো নীতিনির্ধারণ ও গবেষণাকে গভীরতর করে এবং ভবিষ্যতে টেকসই ও ন্যায্য পর্যটন মডেল গড়ার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে।



নুসরাত জাহান

‘পর্যটন শিল্প

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট’

পর্যটন অর্থশাস্ত্র হল পর্যটন শিল্পের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিয়োগ এবং এর সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে কাজ করা একটি বিশেষায়িত শাখা। এটি পর্যটন পণ্য ও সেবার চাহিদা-যোগান, বাজার কাঠামো, মূল্য নির্ধারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে পর্যটনের অবদান বিশ্লেষণ করে। এছাড়াও, টেকসই পর্যটন, পরিবেশগত বাহ্যিকতা এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের অর্থনৈতিক মূল্যায়নেও এটি মনোনিবেশ করে। পর্যটন অর্থশাস্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি নীতিনির্ধারণ ও গবেষণার মান বৃদ্ধি করে।

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি’র দোয়া মাহফিল

২-এর পৃষ্ঠায় পর

সাইফুর খান হারুন ও সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ সহ অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের ব্রক্সস বরো (পূর্ব) আহবায়ক লিয়াকত আলী, ব্রক্সস ব্যুরো পশ্চিম আহবায়ক আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, আব্দুর রহিম, সোহেব আহমদ, মোহাম্মদ আলী রাজা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মাহফিলে বক্তারা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া শুধু বিএনপির নয়, তিনি সমগ্র জাতির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক। বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তাঁর অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়াও বক্তারা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছবি: এনওয়াইসি বিএনপি











ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে আবেদন করবেন যেভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক: ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা হলো ফিফা বিশ্বকাপ। চার বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয় এই বিশ্বকাপের মহারণ। তাই ফুটবল বিশ্বকাপ সম্পন্ন করতে প্রয়োজন হয় প্রচুর লোকবলের। আর এর বড় একটা অংশ আসে স্বেচ্ছাসেবী থেকে।

আগামী বছর কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো যৌথভাবে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করবে। আসন্ন এ আসরের জন্য স্বেচ্ছাসেবীর আবেদন আহ্বান করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা।

ফিফা ঘোষণা করেছে, ২০২৬ সালের কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোয় যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচির আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী সবাই এখন থেকে আবেদন করতে পারবেন।

ছয় সপ্তাহব্যাপী বিশ্বকাপের এই টুর্নামেন্টে মোট প্রায় ৬৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবীর অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত। স্বেচ্ছাসেবীরা স্টেডিয়াম, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, বিমানবন্দর, হোটেলসহ ২৩টি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৬টি শহরে সহায়তা প্রদান করবেন।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, স্বেচ্ছাসেবীরা ফিফা টুর্নামেন্টের হৃদয়, আত্মা ও হাসি। আমরা আশা করি আগ্রহী ব্যক্তিরা ২০২৬ সালে বিশ্বকে স্বাগত জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন।

স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। তবে আবেদনকারীদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। আয়োজক দেশে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার জন্য যোগ্য হতে হবে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অবশ্যক, পাশাপাশি মেক্সিকোর জন্য স্প্যানিশ এবং কানাডার জন্য ফরাসি ভাষার দক্ষতাকেও মূল্য দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ভাষা জানা থাকলে তা বড় সুবিধা হিসেবে যোগ হবে।

আবেদনের সময়সীমা আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত, এবং ফিফা আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত মোট আটটি শিফটে স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

স্বেচ্ছাসেবী হতে আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন:
fifaworldcup.com/volunteers

রেকর্ড গোল বন্যায় ভাসল সান্তোস অশ্রুসিক্ত নেইমার

ক্রীড়া ডেস্ক: ক্যারিয়ারের এত লজ্জার হারের হয়তো খুব একটা বেশি মুখোমুখি হতে হয়নি নেইমারের। এক এক করে তার দল সান্তোসের জালে বল জড়াল ছয়বার। ম্যাচ শেষে তাই আবেগে ভেঙে পড়েন তিনি।

সাও পাওলোর মরুম্বি স্টেডিয়ামে রোববার রাতটা পরিণত হলো নেইমারের ক্লাব সান্তোসের জন্য দুঃস্বপ্নে। ৯৮ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার নিজেদের মাঠে ছয় গোলে বিধ্বস্ত হলো পেলের ক্লাব। প্রতিপক্ষ ভাস্কো দা গামার গোলবন্যায় ডুবে গেল নেইমারের সান্তোস।

কৌতিনহোর দুর্দান্ত জোড়া গোলে নেইমারের সান্তোসকে ৬-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিল দলটি।

গ্যালারির দর্শকরা ফিরিয়ে নিলেন দলকে, আর কান্নায় ভেঙে পড়লেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। ম্যাচ শেষের কিছুক্ষণের মধ্যেই চাকরি হারান কোচ ক্লেবার জেভিয়ার।

জুন মাসে নতুন চুক্তি করে সান্তোসে থাকা



নেইমারকে এদিন পুরোপুরি অসহায় লেগেছে মাঠে। ম্যাচ শেষে কান্নাজড়িত অবস্থায় তাঁকে সান্তোসের এক স্টাফ এসে সান্ত্বনা দেন।

ব্রাজিলিয়ান সিরি-আ লিগে রোববার ম্যাচের শুরুতেই লুকাস পিতন গোল করে ভাস্কোকে এগিয়ে দেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে নতুন যোগ দেওয়া সাবেক লিভারপুল ও বার্সেলোনা তারকা কৌতিনহো দুইবার জালে বল পাঠান। ডেভিড কোরেয়া দে ফনসেকা, রায়ান ও দানিলো নেভেসও একটি করে গোল করেন। ফলে হাফডজন গোলের উৎসব হয়ে যায় ভাস্কোর।

ভয়াবহ পরাজয়ের পর নেইমারের কণ্ঠে হতাশা, 'আমি লজ্জিত। আমাদের পারফরম্যান্স ভীষণ হতাশাজনক। সমর্থকদের প্রতিবাদের পুরো অধিকার আছে, গালি দিতে চাইলে দিতে পারে। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে লজ্জার অভিজ্ঞতা। কান্না এসেছে রাগে আর অসহায়তায়। দুর্ভাগ্যবশত, সবকিছুই বাজে ছিল।' ভরাডুবির পর সান্তোস ক্লাব তাদের কোচ ক্লেবার হাভিয়েরকে বরখাস্ত করেছে এবং বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভকামনা।'

আটলান্টার 'ওয়াইল্ড কার্ড' সাকিব

ক্রীড়া ডেস্ক : ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) খেলার মাঝপথেই যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগে দল পেলেন বাংলাদেশের সুপারস্টার সাকিব আল হাসান। মাইনর লিগের দল আটালান্টা ফায়ারে যোগ দিচ্ছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডার।



২৮ আগস্ট থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের জন্য প্লেয়ার্স ড্রাফট হয়েছে আগে। টুর্নামেন্ট শুরুর সপ্তাহখানেক আগে ৩৮ বছর বয়সী সাকিবকে আন্তর্জাতিক 'ওয়াইল্ড কার্ড' প্লেয়ার হিসেবে নিয়েছে আটালান্টা। সবকিছু ঠিক থাকলে ক্যারিবিয়ান সুপার লিগের ব্যস্ততা শেষ করে আটালান্টার হয়ে খেলতে যাবেন সাকিব।

সিপিএল খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজে থাকা সাকিবের প্রথম ম্যাচ ভালো যায়নি। অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্সের হয়ে প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে ১৬ বলে ১১ রান করেন। বোলিংয়ে এক ওভারে দিয়েছেন ৬ রান।

মাইনর লিগ ক্রিকেটের সাউদার্ন ডিভিশনের দল হিসেবে খেলে আটালান্টা। তাদের ডিভিশনে রয়েছে ওরলান্ডো গ্যালাক্সি, লডারডেল লায়ন্স, মরিসভিলে র‍্যাপ্টোর্স, বাল্টিমোর রয়্যালস ও আলাটাল্টা লাইটিং। ৩০ আগষ্ট ওরলান্ডো গ্যালাক্সির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে আটালান্টা ফায়ার। টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে ৫ অক্টোবর।

সাকিব ছাড়াও আটালান্টা ফায়ারের হয়ে খেলবেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের হয়ে খেলা স্টিভেন টেলর ও অ্যারন জোন্স।

বাবর-রিজওয়ানকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দল ঘোষণা

ক্রীড়া ডেস্ক : এশিয়া কাপের দল ঘোষণা সব সময়েই ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে বাড়তি আগ্রহের জায়গা। তবে এবারের ঘোষণায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) দিয়েছে এক রীতিমতো অপ্রত্যাশিত ধাক্কা। দলে রাখা হয়নি তারকা ব্যাটসম্যান বাবর আজম ও উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ানকে। বোলিং আক্রমণে ভরসা রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ তিন পেসার– শাহিন শাহ আফ্রিদি, হাসান আলি এবং হারিস রউফের ওপর। ৯ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পর্দা উঠবে এশিয়া কাপ ২০২৫-এর। সেই টুর্নামেন্ট ঘিরে যখন চারপাশে উত্তেজনার আবহ, তখনই এমন সিদ্ধান্তে সবাই অবাক। প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান মহারণ মাঠে গড়াবে ১৪ সেপ্টেম্বর, যা নিঃসন্দেহে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচ হতে যাচ্ছে।



নির্বাচকরা মূলত সাম্প্রতিক সময়ে খেলা খেলোয়াড়দের ওপরই আস্থা রেখেছেন। ব্যাটিংয়ের হাল ধরবেন দলনেতা সালমান আলি আগা। ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে ফখর জামান ও সাইম আইয়ুবকে।

স্পিন আক্রমণে দায়িত্ব থাকবে আবরার আহমেদ ও সুফিয়ান মুকিমের কাঁধে। পেস আক্রমণে আছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র। উইকেটকিপার হিসেবে সুযোগ পাচ্ছেন তরুণ মোহাম্মদ হারিস। আর অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ ব্যাটে-বলে দলকে দিবেন বাড়তি ভারসাম্য।

পাকিস্তান দল: সালমান আলি আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নবাব, হোসাইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহেবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও সুফিয়ান মুকিম।

রোনালদো-জর্জিনার বিয়ের আগেই চুক্তি



ক্রীড়া ডেস্ক: প্রায় এক দশক প্রেমের সম্পর্কে থাকার পর অবশেষে বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ফুটবল মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও আর্জেন্টাইন মডেল জর্জিনা রদ্রিগেজ। সম্প্রতি ডায়মন্ডের দামি আংটি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন রোনালদো। আর সেই প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন জর্জিনা।

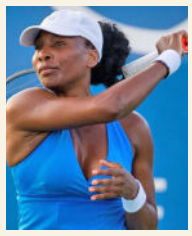
তবে বিয়ের আগে আলোচনায় এসেছে তাদের গোপন একটি চুক্তি। যা আসলে বিচ্ছেদের শর্তাবলি নির্ধারণ করে। পর্তুগিজ ম্যাগাজিন টিভি গুইয়া জানিয়েছে, রোনালদো ও জর্জিনা প্রায় ১০ বছর ধরে একসঙ্গে আছেন এবং চার সন্তানের অভিভাবক। জর্জিনা প্রথমবার রোনালদোর সন্তানের মা হওয়ার সময়ই এই শর্তে দু'জন স্বাক্ষর করেছিলেন।

চুক্তি অনুযায়ী, যদি ভবিষ্যতে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে আমৃত্যু জর্জিনার জন্য ভরণপোষণ দেবেন রোনালদো। মাসে প্রায় ১ লাখ ১৪ হাজার মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১ কোটি ৩৮ লাখ ৫৩ হাজার) পাবেন তিনি। এছাড়া রোনালদোর মাদ্রিদের লা ফিনকায় অবস্থিত বিলাসবহুল বাড়িটিও জর্জিনার থাকার জন্য নির্ধারিত থাকবে।

এ শর্তের উদ্দেশ্য– যাতে বিচ্ছেদের পরও সন্তানদের লালন-পালনে কোনো সমস্যা না হয়। রোনালদোর মেয়ে আলানা মার্টিনার জন্মের পর থেকেই এই চুক্তি কার্যকর হয়েছে বলে জানায় টিভি গুইয়া।

ম্যাগাজিনটির দাবি, বিচ্ছেদ হলে জর্জিনা রোনালদোর বিপুল সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের দাবিদার হবেন। বর্তমানে রোনালদোর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৬৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৮ হাজার ১৫৬ কোটি)। ফলে বিয়ের পর কোনো কারণে সম্পর্কের ইতি ঘটলে আর্থিকভাবে জর্জিনার প্রাপ্তি হবে বিশাল অঙ্কের।

ইউএস ওপেনে ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে ভেনাস



এবারের ইউএস ওপেনের নারী এককে অংশগ্রহণের জন্য ওয়াইল্ড কার্ড পেয়েছেন প্রতিযোগিতাটির দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ভেনাস উইলিয়ামস। এর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি বয়সী নারী হিসেবে ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে ৪৫ বছর বয়সী এই মার্কিন তারকা খেলতে যাচ্ছেন ইউএস ওপেনে। সম্প্রতি গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে ১৬ মাস কোর্টের বাইরে ছিলেন ভেনাস। এবার মনোনীত আটজন নারী ওয়াইল্ড কার্ড প্রাপকের মধ্যে তিনি একজন। সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ভেনাস উইলিয়ামস এর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী বয়সী ওয়াইল্ড কার্ড প্রাপ্ত নারী হিসেবে ইউএস ওপেনে খেলতে আসছেন। এর আগে ১৯৮১ সালে ৪৭ বছর বয়সী রেনে রিচার্ডস সবচেয়ে বেশী বয়সে ইউএস ওপেনে খেলেছিলেন। গত বছর জরায়ুর টিউমার অপসারনের কারণে মৌসুমের প্রায় পুরোটা সময় কোর্টের বাইরে ছিলেন ভেনাস। গত মাসে কোর্টে ফিরে এসে সবচেয়ে বেশী বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে ডব্লিউটিএ ম্যাচে জয়ী হন। ডিসি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে পিটন স্টিনসকে পরাজিত করেন। ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিকের সিঙ্গেলসে স্বর্ণ জয়ী ভেনাস ক্যারিয়ারে পাঁচটি উইম্বলডন শিরোপাসহ ২০০০ ও ২০০১ সালের দুটি ইউএস ওপেন শিরোপা জয় করেছেন। ১৯৯৭ সালে টিনএজার হিসেবে খেলতে নেমে অভিষেকে নিউ ইয়র্কে মার্টিনা হিঙ্গিসের কাছে ফাইনালে পরাজিত হয়েছিলেন। ২০০২ সালে ছোট বোন সেরেনার কাছে পরাজিত হয়ে রানার্স-আপ হন। সর্বশেষ ২০১৬ সালে তাইওয়ান ওপেন জয়ের মাধ্যমে ৪৯তম ডব্লিউটিএ শিরোপা জয় করেছেন। আগামী ২৪ আগস্ট থেকে ইউএস ওপেনের প্রতিযোগিতা মাঠে গড়াবে।



সামার মিটে খেলতে ঢাকায় ইমরানুর

সামার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে ইংল্যান্ড থেকে গত শুক্রবার ঢাকায় এসেছেন বাংলাদেশের লন্ডন প্রবাসী অ্যাথলেট ইমরানুর রহমান। আগামী ২২ থেকে ২৪ আগষ্ট পর্যন্ত ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে সামার অ্যাথলেটিক্সের খেলা। এ প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনীর হয়ে তিনটি ইভেন্টে অংশ নেবেন ইমরানুর। গতকাল সকালে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামের অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে দৌড়ে নিজেকে ঝালিয়ে নিয়েছেন তিনি। নিজের সেরা ১০০ মিটার ছাড়াও ২০০ মিটার স্প্রিন্ট ও ৪ গুনিতক ১০০ মিটার রিলেতে ইমরানুরের নাম নিবন্ধন করেছে তার সংস্থা বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ইমরানুর রহমান গত বছর প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিলেন। এরপর আর আন্তর্জাতিক কোনো আসরে দেশের হয়ে খেলেননি তিনি। মাঝে ইনজুরিতেও ছিলেন ইমরানুর। গত ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ইমরানুর না খেলায় দ্রুততম মানবের খেতাব জিতে নেন মো. ইসমাইল। এবার সামার অ্যাথলেটিক্সে তাদের লড়াই উপভোগ করবেন সমর্থকরা। জাতীয় ফুটবল দল প্রতিদিন বিকেলে জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছে। সামার অ্যাথলেটিক্স চলাকালে ওই দিনগুলোতে রাতে অনুশীলন করবে ফুটবল দল।

––ক্রীড়া ডেস্ক

বঙ্গবন্ধু এবং শেখ মুজিব

শেষ পৃষ্ঠায় পর থেকে আর এককে আলাদা করা যায় না। স্বাধীনতার কথা বললে শেখ মুজিবের কথা আসবেই।

স্বাধীনতার স্বপ্ন অনেকেই দেখে থাকতে পারেন। কে কার আগে দেখেছেন এ নিয়েও বাহাস আছে। কিন্তু মুখ্যত বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন সেই '৪৭ থেকেই। তখনকার মুসলিম লীগ এবং তফশীল জাতি ফেডারেশনের নেতারা যুক্ত বাংলার স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার বিরোধীতায় তা হয় নাই। বরঞ্চ এরা ধর্মের ভিত্তিতে সেদিন বাংলাকে ভাগ করেছেন। তারই এক ভাগ হয় পূর্ব পাকিস্তান। কাজেই সে সময়কার নেতাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখে থাকতেই পারেন।

কিন্তু এই পথে কার্যকর উদ্যোগটি নিয়েছিলেন শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিবই ছয় দফা ঘোষনা করে বাঙালীর হৃদয়ে প্রথম স্বাধীনতার বীজ বপন করেন। জেল জুলুম মামলা হামলায় জর্জড়িত হয়ে বিশেষ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারের সম্মুখিন হয়ে স্বাধীনতার যৌক্তিকতা প্রমান করেন। '৭০এর নির্বাচনে জয়লাভ করে স্বাধীনতার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই ইতিহাস। এখানে একক নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান।

বিতর্কের জায়গাটা তৈরী হয় এর পরের অধ্যায়ে। প্রশ্ন আছে, গোটা জাতিকে স্বাধীনতার জন্য তৈরী করে সাতই মার্চ কেন তিনি স্বাধীনতা ঘোষনা করলেন না। কেন ২৩ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য ইয়াহিয়া খানের সাথে দেন-দরবার করলেন। কেন ২৫ মার্চ রাতে সবার সাথে না পালিয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন বা আত্ম সমর্পন করলেন। প্রশ্নগুলোর নানা ব্যখ্যা আছে। আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবের পক্ষ থেকেও কারন বলা হয়েছে। তবে নানা তথ্যসূত্রে যতটুকু জানা যায় স্বাধীনতার প্রশ্নে শেখ মুজিব ছিলেন দোদুল্যমান। মূলত: স্বাধীনতার প্রেক্ষিতটা গড়ে তুলেছিল তৎকালীন ছাত্র নেতৃত্ব, যার নিয়ন্ত্রণ ছিল সিরাজুল আলম খানের হাতে। মূলত: স্বাধীনতার জন্য অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরী করে রেখেছিল ছাত্ররা। মুজিব এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করছিলেন ইয়াহিয়ার সাথে দর কষাকষির একটা হাতিয়ার হিসাবে। তা ব্যর্থ হলে ২৫শে মার্চ রাতে তিনি ইয়াহিয়া সরকারের হেফাজতে চলে যাওয়াকেই শ্রেয় বা নিরাপদ মনে করেছিলেন।

তারপরও, তাকে নেতা মেনেই গোটা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। তিনিই ছিলেন প্রেরণার উৎস। প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি। হানাদার বাহিনীর কাছে তার আত্মসমর্পনকে দেখা হয়েছে কৌশল হিসাবে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে বিজয় এলে এবং দেশ স্বাধীন হলে তাকে বসানো হয় অবিসংবাদিত নেতার আসনে। ভুট্টোর বদান্যতায় তিনি দ্রুত দেশে ফিরে আসেন।

এ পর্যন্ত শেখ মুজিব বাংলার একজন বন্ধু। ছাত্ররা তাকে বাংলার বন্ধু বা বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হওয়ার পর। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী দেশে ফেরার কিছুদিন পর পর্যন্ত তিনি আপামর মানুষের ভালবাসা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। মানুষ তাকে প্রকৃতই বঙ্গবন্ধু মনে করতো।

এ সময় তাকে 'জাতির পিতা'র আসনে বসানো হয়। কিন্তু 'জাতির পিতা' হয়ে তিনি একটা নির্দিষ্ট দলের সাথে সম্পৃক্ত রইলেন। দলীয় সরকার গঠন করলেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে সড়িয়ে সে পদটি দখল করলেন। অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে লাগলেন। রক্ষীবাহিনীসহ নানা দলীয় বাহিনী তৈরী করে অল্প দিনের মধ্যে সারা দেশে বিভীষিকার অবস্থা তৈরী করলেন। যে ছাত্ররা তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিল তারা তা কেড়ে নিলো। তার শাসনকালে বিরোধী দলগুলোর অসংখ্য নেতাকর্মী নিহত হলো। ফলে তিনি আর বঙ্গবন্ধু থাকলেন না। 'জাতির পিতা' বিষয়টা গোড়া থেকেই বিতর্কিত ছিল। তার নেতৃত্বে বা উছিলায় বাংলাদেশ নামে একটা নতুন দেশ তৈরী হলো অথচ অতিউৎসাহি চাটুকারেরা তাকে হাজার বছরের পুরনো বাঙালী 'জাতির পিতা' বানিয়ে দিলো। বাংলাদেশ ভুখন্ডে বসবাসকারি সকল অধিবাসীকে নিয়ে নতুনভাবে গঠিত বাংলাদেশী জাতিসত্বার বা 'বাংলাদেশী জাতির পিতা' বানালেও কথা ছিল। কিন্তু বেকুবেরা বাংলাদেশী জাতিসত্বা বলে কিছু স্বীকারই করে না।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের দুইটা অধ্যায়। এক. স্বাধীনতার পূর্বকালের, দুই. স্বাধীনতার পরের কালের। স্বাধীনতাপুর্বকালে তিনি বঙ্গবন্ধু, বাঙালীর অবিসম্বাদিত নেতা। স্বাধীনতার পরের কালে তিনি একজন শাষক মুজিব। সন্ত্রাস সহিংসতা দূর্নীতি লুটপাট দুর্ভিক্ষ অপশাষন দু:শাসন সর্বোপরি এক দলীয় বাকশাল গঠনের মাধ্যমে গনতন্ত্রের কবর দিয়ে একটা স্বৈরাচারি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য সর্বোতভাবে একজন ব্যর্থ শাসক। কাজেই শেখ মুজিবের রাজনীতির মূল্যায়ন করতে হলে দুটি অধ্যায়কে বিবেচনায় নিয়েই করতে হবে। স্বাধীনতা পূর্বকালের বঙ্গবন্ধু বলেই যেমন তার স্বৈর শাসন বৈধ হয়ে যায় না তেমনি দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই তার স্বাধীনতার জন্য ভুমিকা বা অবদান মুছে যায় না। যারা শেখ মুজিবের রাজনীতির শুধুমাত্র একটামাত্র দিক বিবেচনায় নিয়ে তার সার্বিক মূল্যায়ন করেন তারা হয় দলকানা অথবা মতলববাজ।

আওয়ামী লীগের কাছে তিনি সকল ভুলের উর্দ্ধে একজন মহামানব। বিরোধীদের কাছে জাতির ভিলেন বা একজন খানে দজ্জাল। আওয়ামী লীগের কাছে তার স্বাধীনতা পরবর্তী ভুমিকার জন্য কোন অনুশোচনা নেই, বিরোধীদের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনে তার নেতৃত্বের কোন মূল্য নেই। উভয় মূল্যায়নই সত্যের অপলাপ, পক্ষপাতদুষ্ট। আওয়ামী লীগের ব্যপারটা বোধগম্য, কারন মুজিব ছিলেন তাদের নেতা। স্বাধীনতার পর থেকে দলটা তাকে দলীয় নেতা বানিয়েই রেখেছে, জাতির নেতার অবস্থানটা ধরে রাখতে দেয়নি। পক্ষান্তরে যারা স্বাধীনতা অর্জনে শেখ মুজিবের সকল অবদান এবং ভুমিকা অস্বীকার করে তাকে একজন ভিলেন বানাতে চায় এরা মূলত: '৭১এর মুক্তিযুদ্ধ এবং এ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি। এরা ছিল এক পাকিস্তানের পক্ষে। পাকিস্তান ভাঙার জন্য তারা এককভাবে শেখ মুজিবকে দায়ী করে (অথচ বাস্তবতা হচ্ছে পাকিস্তান ভাঙার জন্য যদি কোন মামলা হয় তার এক নম্বর আসামী হবেন সিরাজুল আলম খান)। ৫৪ বছর ধরে শেখ মুজিবের বিরদ্ধে এই মহলের যে আক্রমন তা এই রাগ এবং ক্ষোভ থেকে। নতুন প্রজন্মের অনেককে বিশেষ করে জেন জি'র একটা অংশকে দেখা যায় শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের সাথে শেখ মুজিবকে মিলিয়ে ফেলে। অথচ এরা শেখ মুজিবকে দেখেনি, তার সম্পর্কে জানেও না। এদের মধ্যে যারা হালে রাজনীতিতে যুক্ত- অনেকেই মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে উঠে এসেছে। এদের মন মানসিকতা গড়ে উঠেছে ওস্তাদদের কাছ থেকে নিয়ত: 'পাকিস্তান ছিল মুসলমানদের দেশ, এটা ভাঙা অন্যায় হয়েছে' '৭১এ বাংলাদেশ বানানো ঠিক হয়নি' ইত্যাকার সবক শিখতে শিখতে। ফলে এদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা এবং শেখ মুজিব একজন জাতীয় ভিলেন।

শেখ মুজিব চলে গেছেন সেই পচাত্তুর সালে। তার অন্যায় অপকর্ম বা সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা দু:শাসনের দায় চুকিয়ে গেছেন সপরিবারে প্রাণ দিয়ে। শেখ হাসিনার ১৬ বছরের স্বৈর শাষনের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই, তারপরও ৩২ নম্বরে তার বাড়ী বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয় সেই '৭১এর পরাজয়ের আক্রোশ থেকে। টুঙ্গীপাড়ায় গিয়ে তার কবর তুলে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয় পাকিস্থান ভেঙে যাওয়ার ক্ষোভ থেকে। ১৫ আগস্ট ৩২ নম্বরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় ভয় থেকে- যদি মুজিব উঠে আসেন! যদি আর একবার স্বাধীনতার ডাক দেন!

গ্রেন্ডপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইসেন্স পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে কভালেন্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class (Operate by JH office)
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction. (Operate by JH office)



বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

Scan & Visit us!

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Crow St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্টাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting). M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

নিউইয়র্কে আশ্রয় কেন্দ্রে কমছে অভিবাসীর সংখ্যা

শেষ পৃষ্ঠায় পর জন, একক প্রাপ্তবয়স্ক ৫,৪৬২ জন এবং প্রাপ্তবয়স্ক পরিবার ৮২৬ জন। সর্বশেষ সিটির অন্যতম আশ্রয়কেন্দ্র রুজভেল্ট হোটেল আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে বিভিন্ন ধাপে প্রায় ৪৫ টি আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। এসব আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয়ে থাকা বাকি অভিবাসীদের শেল্টারগুলোতে স্থানান্তর করা হয়।

মেয়র এরিক অ্যাডামস বিভিন্ন সময়ে একাধিক গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, গত ছয় মাস ধরে আশ্রয়-প্রার্থীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমেছে এবং জুন পর্যন্ত ৪৬টি আশ্রয় কেন্দ্র ধাপে ধাপে বন্ধ করা হয়েছে।

এদিকে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে শহরের শেল্টারে আশ্রয়-প্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৬,৮১২ জন, যা ২০২৫ সালের একই সময়ের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে প্রায় ২০ হাজার কমে গেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতি, বড় আকারের অভিযান, এবং আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি নজরদারি এই হ্রাসের কারণ। শেল্টারে ভিড় কমলেও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এই হ্রাস মানুষের জীবন ও সামাজিক নিরাপত্তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে শিশুসহ পরিবার এবং একক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এই পরিবর্তন অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে এক মাসে সবজির দাম বেড়েছে ৩৮ শতাংশ!

শেষ পৃষ্ঠায় পর সাধারণত বাড়তি করের বোঝা ক্রেতাদের ওপরই চাপিয়ে দেন। তবে এখন পর্যন্ত শুল্কজনিত মূল্যবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে সীমিতই থেকেছে।

সবজির পাইকারি দামের এই উল্লম্ফন আসলেই শুল্কের কারণে কি নাড়এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দ্বিধান্বিত বিশ্লেষকেরা। তাঁদের মতে, পাইকারি সবজির দাম প্রায়ই মাসভেদে ওঠানামা করে। এর পেছনে খারাপ আবহাওয়া, সরবরাহব্যবস্থায় জটিলতা কিংবা শুল্কজনিত ব্যয়বৃদ্ধিড়সবই সম্ভাব্য কারণ হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের টাফটস ইউনিভার্সিটির খাদ্য অর্থনীতিবিদ পার্কে ওয়াইল্ড এবিসি নিউজকে বলেন, 'মানুষ জানতে চাইছে, শুল্ক কবে থেকে ভোক্তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করবে। আমরাও সেদিকে নজর রাখছি। তবে শুধু একটি খাতের একটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে আগেভাগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাই না।'

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি মন্ত্রণালয়ের গত জানুয়ারিতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশটি তাদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি টাটকা সবজি আমদানি করে।

এত বড় আমদানি-নির্ভর একটি খাত শুল্ক-প্রসূত পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।

পচনশীল পণ্য আমদানিকারকদের চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বেশি। কারণ, তাঁরা শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগে পণ্য মজুত করে রাখতে পারেন না। অন্যদিকে খেলনা বা পোশাক আমদানিকারকেরা আগেভাগেই গুদাম ভরে রাখতে পারেন, যাতে শুল্কের বোঝা এড়ানো যায়।

মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির খাদ্য অর্থনীতিবিদ ডেভিড ওর্তেগা এবিসি নিউজকে



বলেন, 'সবজির মূল্যবৃদ্ধি শুল্কের প্রভাবেও হতে পারে। তবে এর পেছনে আরও নানা কারণ থাকতে পারে।'

যুক্তরাষ্ট্রে সালাদ ও শস্যভিত্তিক খাবারের জন্য পরিচিত রেস্তোরাঁ চেইন সুইটগ্রিন এই মাসের শুরুর দিকে তাদের মুনাফা কমার জন্য আংশিকভাবে শুল্ককে দায়ী করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই বছরের জুন মাস পর্যন্ত তাদের মুনাফা ৩ দশমিক ৬ শতাংশ কমেছে।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, পাইকারি দামের উল্লম্ফনের পেছনে শুল্ক ছাড়াও অন্য কারণ থাকতে পারে।

বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন ফসলের সরবরাহ ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যা উৎপাদকের দামে উর্ধ্বগতি ঘটায়।

উদাহরণ হিসেবে কফির কথা বলা যায়। ব্রাজিল ও ভিয়েতনামে খরার কারণে গত এক বছরে কফির দাম বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে, জুলাই পর্যন্ত এক বছরে কফির দাম ১৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্ক পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে, এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতিও সবজির পাইকারি দাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। শ্রমিকসংকটের ফলে মজুরি বাড়তে পারে; আর সেই বাড়তি খরচ সামলাতে বিক্রেতারা বাধ্য হয়ে সবজির দাম বাড়াবেন– এমনটাই মনে করছেন কিছু বিশ্লেষক।

'বঙ্গবন্ধু কোন দলের নয়, সকল মানুষের

শেষ পৃষ্ঠায় পর জামাইকার স্টার কাবাব মিলনায়তনে গত ১৬ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিষদের উপদেষ্টা নাসির আলী খান পলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. মোহসীন পাটোয়ারী। আলোচক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক করিম চৌধুরী সহ আওয়ামী লীগ নেতা মফিজুল ইসলাম চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর ভূঁইয়া, আনোয়ার আহমেদ, শওকত সেরনিয়াবাত ও মোহাম্মদ শমসের আলী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, সহ সভাপতি মোহাম্মদ সোলায়মান আলী ও আশরাফ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আইরিন পারভিন ও ইমদাদ ভূঁইয়া রাজু, নির্বাহী সদস্য নির্বাহী সদস্য শাহানারা রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমদাদ চৌধুরী ও সহ সভাপতি সাখাওয়াৎ হোসেন চঞ্চল। অনুষ্ঠানে অতিথি ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল, কবি সালেহা চৌধুরী, ছাত্রলীগের হৃদয় মিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়্যুম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক খান শওকত।

সেমিনারে ড. মোহসীন পাটোয়ারী তার বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালনের সময়ে বঙ্গবন্ধু'র সাথে তার স্মৃতিচারণ কথা উল্লেখ করে বলেন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা মানতেই হবে যে, শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি। তিনি আমাদের জাতীয় নেতা। কিন্তু নানা কারণেই আমরা তাকে সর্বজনীনভাবে জাতীয় নেতার মর্যাদা দিতে পারিনি। এটা আমাদের সবার ব্যর্থতা। তিনি বলেন, সব কিছু ভুলে বঙ্গবন্ধু সহ জাতীয় নেতাদের যার যার অবস্থানে রেখেই তার তার মর্যাদা দিতে হবে। তা হলে বাংলাদেশ তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। একাত্তরের চেতনা বাস্তবায়িত হবে না।

ড. সিদ্দিকুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, বিশাল পরিকল্পনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে হঠানো হয়েছে। তিন বলেন, আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি তারা কি করেছি তা সবাই জানে। এখন জনগণ কি করে তাই দেখার পালা। জনগণ চাইলে শেখ হাসিনা আবার দেশে ফিরে আসবেন এবং বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবেন। বাংলাদেশের সবকিছুই জনগণের উপর নির্ভর করছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। বর্বরোচিত সেই হত্যাকাণ্ডে পাষন্ড ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পায়নি শিশু রাসেল, শিশু বাবু, এমনকি অন্তঃসত্ত্বা বধূও। বক্তারা বলেন, যে মেটিকুলাস ডিজাইনে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়েছিলো, ঠিক একইভাবে মেটিকুলাস ডিজাইন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে জঙ্গিরাষ্ট্র বানানোর চক্রান্ত করা হয়েছিলো ২০২৪ সালের ৩৬ জুলাইয়ের আন্দোলনে। অনুষ্ঠানে কোন কোন বক্তা শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরেন এবং ২০২৬ সালের আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার দাবী জানান।

বিদেশে লুকানো ৪০ হাজার কোটি টাকার

শেষ পৃষ্ঠায় পর জানানো হয়, এই অনুসন্ধানে নয়টি দেশে ৩৫২টি পাসপোর্টের সন্ধান মিলেছে, যা কিছু বাংলাদেশি টাকার বিনিময়ে অর্জন করেছেন। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা, অস্ট্রিয়া, ডমেনিকা, গ্রেনেডা, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, নর্থ মেসিডোনিয়া, মাল্টা, সেন্ট লুসিয়া ও তুরস্ক।

আহসান হাবিব জানান, সিআইসির গোয়েন্দারা দেশগুলোতে সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন, "এখন পর্যন্ত আমরা যে তথ্য পেয়েছি তা 'টিপ অব দ্য আইসবার্গ' মাত্র। আমাদের হাতে আরও প্রচুর তথ্য আছে, যা উন্মোচনে আরও সময় লাগবে।"

দেশে বসে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পর গোয়েন্দারা সরাসরি বিদেশে অভিযান চালিয়ে ৩৪৬টি সম্পত্তি শনাক্ত করেছেন। এই সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতদের সাজা নিশ্চিত করতে সিআইসি কাজ করছে। আন্তর্জাতিকভাবে ছয়টির অধিক সংস্থা এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে সহায়তা করছে।

মহাপরিচালক উল্লেখ করেন, "অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যভান্ডারে নিজেদের লোক বসিয়ে বহু তথ্য মুছে দিয়েছে। সিআইসি এখন সেই মুছে দেওয়া তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম।"

বিস্তারিত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, "অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা জরুরি। এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কেউ দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে স্থায়ী করতে না পারে।"

তিনি আরও নির্দেশ দেন, অনুসন্ধান আরও গভীরে ও সম্ভাব্য অন্যান্য দেশে বিস্তৃত করতে হবে। দেশের সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনা ও লুটপাটকারীদের আইনের আওতায় আনার জন্য সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

প্রধান উপদেষ্টা এই লুটপাটকে "ভয়াবহ দেশদ্রোহ" আখ্যায়িত করে বলেন, "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর দেশ গড়তে হলে এসব লুটেরা আইনের আওতায় আনা বাধ্যতামূলক। দেশের সম্পদের প্রতি অবৈধ দখল কীভাবে হয়েছে তা জাতির সামনে প্রকাশ করতে হবে, এবং এজন্য সব সংস্থা জোটবদ্ধভাবে কাজ করবে।"

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর

শেষ পৃষ্ঠায় পর নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মেয়র পদপ্রার্থী ও ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যন জোহরান মামদানী। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের সাউথ এশিয়ান রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের সুসংগঠিত করার পাশাপাশি ক্রেতাদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা প্রদানই সারা'র মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। সংগঠনের মূল শ্লোগান হচ্ছে 'সকল সাউথ এশিয়ানদের জন্য একটি বাড়ী'।

এসোসিয়েশনের কার্যকরি কমিটির সভাপতি সারোয়ার খান বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মারুফ মিয়া এবং গীতা পাঠ করেন সদস্য মুনমুন সাহা। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পরবর্তীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক নুরুজ্জামান সরদার। এরপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সারোয়ার খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এএম ল গ্রুপের সিইও এটর্নি উসমান মালিক, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মেহের খানজাদা, উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী, রিয়েল এস্টেট ব্রোকার রাও আলী, শান খান, ফারুকি ল' ফার্মের সিইও এটর্নি উসমান এ. ফারুকি, কোল্ডওয়েল ব্যাংকার আমেরিকান হোমস-এর লাইসেন্সধারী রিয়েল এস্টেট এসোসিয়েট শেখ এস. আহমেদ এবং টিবিএন২৪ চ্যানেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এএফএম মিসবাহউজ্জামান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জোহরান মামদানী তার বক্তব্যে 'সারা'র উদ্যোগ ও কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মানুষের স্বপ্ন পূরণের জন্য রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা শুধু স্বপ্ন পূরণ করছেন না, নিউইয়র্ক তথা আমেরিকার উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছেন। তিনি তার বক্তব্যে অতি সম্প্রতি বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ অফিসার মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম রতনের আত্মত্যাগের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, এই ধরনের সাহসিকতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা একটি জাতির অহংকার। বলেন, আমি দিদারের বাসায় গিয়েছি এবং তার পরিবারের সাথে কথা বলেছি।

সারা সভাপতি সরোয়ার খান বাবু তার বক্তব্যে অভিষেক অনুষ্ঠান সফল এবং সার্থক করার জন্য সংশ্লিস্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং এই সংগঠনের উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার পাশাপাশি সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন সহযোগিতার জন্য সারা'র সদস্যসহ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ সহ অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আডান ইসলাম, সাদস্যিক সম্পাদক মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আবআদুস সোবহান। প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল।

অনুষ্ঠানে রিয়েলটর ইয়োশিনোরি তাকিতা, লইাবারস-এর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ইভান স্মিথ, এসোসিয়েট ব্রোকার ড্যানিয়েলা ডিয়াজ, লোন অফিসার পিটার কারলিন, আইসিওআর মাল্টি সার্ভিসেস'র সিইও মোহাম্মদ এম. হোসেন, কেডব্লিউ ল্যান্ডমার্ক রিয়েলটির লাইসেন্সধারী সেলসপারসন মোহাম্মদ কে. আহমেদ, রিয়েলটর রিয়াদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কার্যকরি কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সারা'র অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- সারোয়ার খান বাবু, সহ সভাপতি- আজিজুল হক মুন্না, মোহাম্মদ আবু চৌধুরী, মোহাম্মদ আহমেদ জসিম, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, মাসুদ সিরাজী ও গোলাম হাসান, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মারুফ মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক- মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মোহাম্মদ এম. পরমানিক, নুরুজ্জামান সরদার, ফেরদৌস কায়েস, এইচ. এম. ইকবাল, সাংগঠনিক সম্পাদক- মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, শফিকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক- শামীম নাসের, অফিস ম্যানেজমেন্ট সম্পাদক- জিনিয়া আক্তার, প্রকাশনা সম্পাদক- জারা আলম আফিদা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- সাদমান জামান, নারী বিষয়ক সম্পাদক: আডান ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক- ফারহানা চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোস্তফা কামাল মুখুল ও সেলিম ইব্রাহিম, কার্যকরী সদস্য- শামীম আহমেদ, জান্নাতুল মহিমা, নাজির সুলতানা, মোহাম্মদ হাশেম, মুনমুন সাহা, মোহাম্মদ আতাউর রহমান ও আশরাফ আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও নৈশভোজ। ইভেন্ট কমিটির সদস্য সচিব মির্জা মোহাম্মদ হোসাইনের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী নাজু আকন্দসহ অন্য শিল্পীরা।

মিশিগানে দুই বাংলাদেশীর



শেষ পৃষ্ঠায় পর প্রসিকিউটর জেফরি ইয়র্কি তাদের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছেন। সাদমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি প্রতারণার উদ্দেশ্যে ডাকযোগে ভোটের আবেদনপত্রে জাল স্বাক্ষর করেছেন এবং দুই অনুপযুক্ত ভোটারকে ভোট দিতে সহায়তা করেছেন। হাসানের বিরুদ্ধেও একই ধরনের জাল স্বাক্ষরের অভিযোগ রয়েছে। আদালত হাসানের জামিনে ২ হাজার ৫০০ ডলার এবং সাদমানের জামিনে ৭ হাজার ৫০০ ডলার ধার্য করেছে। তবে মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং মুহতাসিন রহমান সাদমানের দাবি, তাদের ও কমিউনিটির সুনাম ক্ষুণ্নের জন্য এসব মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালতে এ বিষয় নিয়ে লড়বেন তারা। ২০২৩ সালের নভেম্বরে নির্বাচনে হাসান প্রথম এবং সাদমান তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ এই দুই জন প্রাইমারিতে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম হলেও, সাধারণ নির্বাচনে এ ফলাফল পাল্টে যায়।

খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকীতে নিউজার্সি ষ্টেট বিএনপির দোয়া মাহফিল





নিউজার্সি: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নিউজার্সি ষ্টেট (নর্থ) ইউএসএ'র আয়োজনে গত ১৫ই আগস্ট শুক্রবার প্যাটারসনস্থ স্থানীয় বিএনপি কার্যালয়ে বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন নিউজার্সি ষ্টেটে বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হোসেন পাঠান বাচ্চু, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন উপদেষ্টা সদস্য মাস্টার সমির উদ্দিন, সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা চৌধুরী নিপন, সহ সভাপতি মোঃ খলিল, কামরান হাদি, সৈয়দ খালিদ আলী, এনাম চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল ইসলাম রাহাত, আবুল কালাম আজাদ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নুল হক, যুগ্ম সম্পাদক ও প্যাটারসন সিটি কমিটির সভাপতি মাছুম চৌধুরী, সিটি কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি আমির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক বেলাল আহমেদ, কানাইঘাট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল হক, মাষ্টার আব্দুস সালাম, রাহাদুল হাসান, রেজুয়ান আহমেদ, হাসান আহমেদ, রবিন হালিম, রকিব আহমেদ, প্রমুখ।

মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে মোনাজাত করা হয়। শিরণী বিতরণের মধ্য দিয়ে মাহফিলের সমাপ্তি হয়।.. প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্ক সিটিতে ট্রু ইকুইটি নাউ'র ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরু

শেষ পৃষ্ঠায় পর মসজিদের বাইরে পার্কিং লপের সামনে গত ১৫ আগষ্ট শুক্রবার বাদ জুমা আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাটি ২০২৫ সালের ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরু করে। যাতে সহজে ও বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশে বেশি মানুষের কাছে ভোটার নিবন্ধনের গুরুত্ব পৌছানো যায়- এজন্যই জুমার নামাজ শেষে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বলে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম এই প্রতিনিধিকে জানান।

মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম বলেন, টিইএন নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টার, উপাসনালয় ও জনসমাগম স্থানে ভোটার নিবন্ধন অভিযান চালিয়ে যাবে, যতদিন না এই বছরের ভোটার নিবন্ধন সময়সীমা শেষ হয়। সংস্থাটির লক্ষ্য হলো প্রতিটি যোগ্য নাগরিককে- বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত- ভোট দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য, সুযোগ ও উপকরণ তাদের হাতে দেয়া এবং দৌড়গোড়ায় পৌছানো, যাতে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পূর্ণভাবে অংশ নিতে পারেন।

কমিউনিটি নেতাদের অংশগ্রহণে উদ্বোধনী কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট জে মোল্লা সানি, আনিসুল কবির জাসির, মাহতাব খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচীটি চলাকালে টিইএন কর্মকর্তারা আগ্রহীদের মাঝে ভোটার নিবন্ধনের ফর্ম ও তথ্যপত্র বিতরণ করার পাশাপাশি ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উল্লেখ্য, ট্রু ইকুইটি নাউ (টিইএন) একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক কল্যাণমূলক অলাভজনক সংস্থা, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে কাজ করে। তৃণমূল পর্যায়ে যোগাযোগ, শিক্ষা ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে টিইএন মানুষকে সচেতন, সম্পৃক্ত ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে ভোটার নিবন্ধন, নাগরিক শিক্ষা, কমিউনিটি সংগঠন, নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং ন্যায় ও সমতার জন্য একতা গড়ে তোলা।

ভোটার নিবন্ধনের বাইরে আরও সেবা: যদিও ভোটার নিবন্ধন টিইএন-এর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সংস্থার লক্ষ্য শুধু নাম তালিকাভুক্ত করা নয়- বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন অভিবাসী, বর্ণবৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠী, কর্মজীবী পরিবার এবং অন্যান্য বঞ্চিত সম্প্রদায়কে নাগরিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা।

টিইএন-এর কাজের মধ্যে রয়েছে: **১. নাগরিক শিক্ষা বৃদ্ধি:** ওয়ার্কশপ, সভা ও তথ্য প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে সরকার কীভাবে কাজ করে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা এবং স্থানীয়, অঙ্গরাজ্য ও জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার গুরুত্ব বোঝানো।





২. ভোটার সচেতনতা বাড়ানো: ভোটারদের শেখানো কিভাবে প্রার্থী ও ভোটের প্রস্তাব সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করতে হয়, তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে জানা এবং ভোটকেন্দ্র বা ডাকযোগে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া বোঝা।

৩. নীতি পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলা: ভাষাগত সহায়তা, ভোটার অ্যাজে এবং ন্যায্য নির্বাচনী এলাকা বণ্টনের মতো বাধা দূর করার জন্য নীতিগত সংস্কারের দাবি তোলা (অরাজনৈতিকভাবে)।

৪. কমিউনিটি নেতৃত্ব তৈরি: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নতুন নেতাদের উৎসাহিত ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা নির্বাচনে দাঁড়ায়, নাগরিক বোর্ডে অংশ নেয় বা অন্য নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে।

৫. একতা গড়ে তোলা: স্থানীয় সংগঠন, ধর্মীয় নেতা ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও শ্রমিক অধিকারসহ নানা বিষয়ে কমিউনিটির কণ্ঠ জোরদার করা।

৬. সারা বছর ভোটার সক্রিয় রাখা: শুধু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নয়, স্থানীয় ও বিশেষ নির্বাচনে অংশ নিতে মানুষকে উৎসাহিত করা, যেগুলো সরাসরি দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনেক উৎসাহী নাগরিক উপস্থিত ছিলেন- যাদের মধ্যে অনেকে এখনো ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হননি। এসময় স্বেচ্ছাসেবক ও নেতারা তাদেরকে সরাসরি সহায়তা দেন, নিবন্ধন প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং ভোটার স্ট্যাটাস কীভাবে যাচাই করতে হয় তা বুঝিয়েছেন।

নাগরিকদের ভোট কীভাবে স্থানীয় স্কুল, জননিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রভাব ফেলে- সে সম্পর্কেও মৌলিক ধারণা দেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল শুধু ভোটার তালিকায় নাম তোলা নয়, বরং কেন ভোট দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানো।

টিইএন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম বলেন, প্রতিনিধিত্ব শুরু হয় নিবন্ধন থেকে। প্রতিটি ভোট একটি কণ্ঠস্বর। আমরা এখানে এসেছি যেন আমাদের সম্প্রদায়- যারা দীর্ঘদিন অবহেলিতড় তাদের ভোটের মাধ্যমে কথা বলতে পারে।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম বলেন, এটা শুধু একটি প্রচারণা নয়; এটি একটি আন্দোলন। নাগরিক অংশগ্রহণ সুস্থ গণতন্ত্রের মূলভিত্তি, আর যত বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক আমাদের ভোটাররা হবে, তত বেশি শক্তিশালী হবে আমাদের সমাজ। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে কাউকে এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হবে না।

টিইএন'র আগামী পরিকল্পনা: ট্রু ইকুইটি নাউ (টিইএন) শিগগিরই নতুন ভোটার নিবন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করবে, বিশেষ করে এমন এলাকায় যেখানে আগে ভোটার নিবন্ধন ও ভোটদানের হার কম ছিল। এর মধ্যে থাকবে যুবসংগঠন, অভিবাসী সহায়তা সংগঠন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব, যাতে ভাষা, সংস্কৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী মানুষের কাছে পৌছানো যায়।

নিবন্ধন অভিযানের সঙ্গেই ছোট তথ্যসেশনও থাকবে- যেমন আগে ভোট দেওয়ার নিয়ম, ডাকযোগে ভোটের আবেদন কীভাবে করতে হয় এবং ভোটের বাইরে কীভাবে নিজের কমিউনিটির পক্ষে আওয়াজ তুলতে হয়।





আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক: কে কী পেলেন



প্রথম পৃষ্ঠার পর গত শুক্রবার এমন রাজকীয় আবহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে আলাস্কায় বৈঠক যে আশায়, তা যেন এখনো অধরা। আকস্মিকভাবে বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়া এই বৈঠকের ফলাফল অজানাই রয়ে গেছে।

প্রায় তিন ঘণ্টা বৈঠকের পর দুই নেতা যৌথভাবে অগ্রগতির ঘোষণা দিলেও বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে জানা গেল না কী অর্জিত হয়েছে এই দীর্ঘ সময়ের বৈঠকে। কোনো ব্যাখ্যা দেননি এই দুই নেতা।

বিশ্ব রাজনীতির শীর্ষ এই দুই নেতার এই কাজে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই বৈঠকেও কোনো চুক্তি হয়নি। এমনকি বৈঠক শেষে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়নের কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। বরং ট্রাম্প 'একটা চুক্তি করতে' বারবার দায় চাপাচ্ছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কির ওপর।

সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা অনেক বিষয়ে একমত হয়েছি, আমি বলব বেশির ভাগ বিষয়েই। তবে কিছু বড় বিষয়ে এখনো পুরোপুরি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, তবে আমরা কিছুটা অগ্রগতি করেছি।'

ট্রাম্প স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন, 'চুক্তি হওয়ার আগে কোনো চুক্তি বলে কিছু নেই।'

এরপর সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই মঞ্চ ত্যাগ করেন দুই নেতা।

জমকালো আয়োজন ও নিরাপত্তার চাকচিক্যে সাজানো এই বৈঠক রয়ে গেল ফলশূন্য। তবে এ বৈঠক মূলত পুতিনকে আবারও বৈশ্বিক কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে স্বাগত জানানোর এক ইঙ্গিত রেখে গেল।

শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, ট্রাম্পের কাজ কতটা কঠিন হতে যাচ্ছে। এলমেনডর্ফ বিমানঘাঁটির টারমাকে যখন দুই প্রেসিডেন্ট একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ইউক্রেনে বাজতে শুরু করে সতর্কবার্তা। খবর আসতে থাকে রুশ ড্রোন ও বিমান হামলার। এতে স্পষ্ট হয়, ট্রাম্প পুতিনকে সম্মান জানানোর আয়োজন করলেও ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবস্থান থেকে সরিয়ে আনতে পারেননি।

শুক্রবারের তিন ঘণ্টার বৈঠকের মূল বিষয়গুলো ছিল এ রকম

অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু নেই চুক্তির খবর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনার পরও ফলাফল ছিল অস্পষ্ট। আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে দুই নেতাই স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি।

সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল। বহু বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। কিছু খুব অল্প বিষয় বাকি আছে তবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর একটি সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আলোচনায় এগিয়ে আছি। সেটি নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব আশা করছি। যদিও এবার তা হয়নি, তবু সম্ভাবনা উজ্জ্বল।'

বৈঠক নিয়ে ফক্স নিউজে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়, রাশিয়াকে অতিরিক্ত ভূখণ্ড দেওয়ার মতো কোনো ছাড় কিংবা ইউক্রেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিষয়ে কোনো সমঝোতা হয়েছে কি না।

জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে হয় এগুলো সেই বিষয় যেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আর এগুলো নিয়েই আমরা মূলত একমত হয়েছি।' তবে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'ইউক্রেনকে অবশ্যই এতে রাজি হতে হবে।' আর প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে কী পরামর্শ দেবেন, জানতে চাইলে ট্রাম্পের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে হবে।'

পুতিন যা বলবেন তা পছন্দ না হলে বৈঠক ছেড়ে চলে আসবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। এমনকি যৌথ সংবাদ সম্মেলনকে একক ব্রিফিংয়ে নামিয়ে আনার কথাও বলেছিলেন তিনি। পাশাপাশি ঘোষণা করেছিলেন, যুদ্ধ শেষ না হলে মস্কোর জন্য আসবে 'গুরুতর' পরিণতি।

কিন্তু আঙ্কোরেজের পথে বিমানে ওঠার সময় ট্রাম্প নিজেই স্বীকার করেন, 'যখনেরটা তখন দেখা যাবে।'

শেষ পর্যন্ত বৈঠক শেষ হওয়ার পরও সেই ট্রাম্পের হাতে সাফল্য অধরা রয়ে গেল।

পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকে থাকবেন ট্রাম্প

ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানান, সম্ভাব্য দ্বিতীয় বৈঠকে পুতিন ও জেলেনস্কি দুজনই তাঁকে চান। আলাস্কা বৈঠকের আগেই তিনি বলেছিলেন, এটিই তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য।

ফক্স নিউজকে ট্রাম্প বলেন, 'ওরা দুজনই আমাকে সেখানে চাইছে, আর আমি থাকব।'

তবে সংবাদ সম্মেলনে তিনি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের প্রসঙ্গে কিছুই বলেননি। বরং ইঙ্গিত দেন, তিনি 'যাদের প্রয়োজন মনে করেন' তাদের সঙ্গে রাখবেন, যার মধ্যে জেলেনস্কিও থাকবেন, টেলিফোনে কথা বলবেন এবং বৈঠকের আপডেট দেবেন।

তবে ট্রাম্প-পুতিনের যৌথ উপস্থিতিতে যে একমাত্র পরবর্তী বৈঠকের ইঙ্গিত মেলে, তা ছিল রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্ভাব্য দ্বিতীয় দফা আলোচনা।

ট্রাম্প বলেন, 'খুব শিগগিরই আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে, আর সম্ভবত আবার দেখা হবে।'

এর জবাবে ইংরেজিতে পুতিন বলেন, 'নেক্সট টাইম ইন মস্কো।' যা কার্যত আলোচনায় জেলেনস্কিকে বাদ দেওয়ার ইঙ্গিতই বহন করে।

আবার কূটনীতির মূল স্রোতে পুতিন

যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর ট্রাম্পের লিমোজিনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে পুতিনের হাসিমুখ বলে দেয়, বছরের পর বছর পশ্চিমা বৈরিতার পর, তিনি আবার পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের মাটিতে পা রেখেছেন।

১০ বছর আগে পুতিন শেষবার আমেরিকায় এসেছিলেন এবং তার আগেও কোনো বড় প্রেসিডেন্ট সম্মেলনে স্বাগত পাননি। ২০২২ সালে তিনি ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর পর বহু পশ্চিমা নেতার কাছে পুতিন 'সমাজচ্যুত' হয়ে যান। অধিকাংশ পশ্চিমা দেশ থেকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত তাঁকে গ্রেপ্তারের হুমকিও দিয়েছিল। আর আঙ্কোরেজ বৈঠকের জন্য আলাস্কাকে বেছে নেওয়ার একটি কারণই ছিল, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের সদস্য নয়।

আঙ্কোরেজে পুতিনের বিমান অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'সমাজচ্যুতি'র অবসান ঘটল। লাল গালিচা সংবর্ধনা, যুদ্ধবিমানের মহড়া এবং স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্টের করতালিড়সব মিলিয়ে ট্রাম্প বুঝিয়ে দিলেন পুতিন আবার কূটনীতির মূল স্রোতে ফিরছেন। তাঁদের হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময়কে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে 'এক ঐতিহাসিক করমর্দন' হিসেবে তুলে ধরা হয়।

যদিও পুতিন এখনো ইউরোপের অনেক দেশে বহিষ্কৃত তবে ট্রাম্পের মতো বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী পরিচালনাকারী নেতা তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো কূটনৈতিক বর্জনের প্রচেষ্টা অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছে।

এটি আরও স্পষ্ট হলো যখন পুতিন ট্রাম্পের সামরিক গাড়িতে ওঠেন। যা মুহূর্তেই দেখিয়েছে রাশিয়ান নেতার বৈশ্বিক কূটনীতিতে ফেরার প্রতীক। বৈঠক থেকে কোনো বড় অগ্রগতি না হলেও, পুতিনের জন্য এটি ছিল একটি বিজয়।

দুই নেতার একান্ত বৈঠক থেকে প্রতিনিধি সংযোজন

প্রথমে বলা হয়েছিল, বৈঠকটি হবে শীর্ষ দুই নেতার মধ্যে। কেবল তাদের অনুবাদকেরা থাকবেন। আর কেউ এই বৈঠকে থাকবে না। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত আসে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় দুই নেতার সঙ্গে দুইজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে পুতিনের সঙ্গে একক বৈঠকগুলো রহস্যে ঘেরা থাকত। কেবল অনুবাদক উপস্থিত থাকায়, আলোচনার বিস্তারিত প্রায় সবসময় অজানা থাকত। কখনো কখনো সহযোগীদের জন্যও বোঝা কঠিন হতো যে দুজন নেতা কোনো সমঝোতায় পৌঁছেছেন কি না। জার্মানিতে এমন একটি বৈঠকের পর ট্রাম্প তাঁর অনুবাদককে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর নোটস ফেলে দিতে।

শুক্রবারের সেশনে দুইজন প্রতিনিধি পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ যোগ হওয়ায় আগামী দিনে বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে যদি রাশিয়া ঘটনার বিবরণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন প্রদান করে।

তবে একটি মুহূর্ত ছিল যা কেবল ট্রাম্প ও পুতিনই বলতে পারবেন, বিমানঘাঁটির টারমাক থেকে বৈঠকের কক্ষে প্রেসিডেন্টের লিমোজিনে তাঁদের সংক্ষিপ্ত যাত্রা। গাড়িতে অন্য কেউ ছিল না, না কোনো উপদেষ্টা, না অনুবাদক। কেবল সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা ছিলেন।

নিউইয়র্কে আবারো ভয়াবহ বন্দুক হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর জড়িতদের আটকে অভিযান চালাচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে এমন গুলিবর্ষণ গ্যাং সহিংসতার ঘটনা হতে পারে ধারণা করা হচ্ছে। বন্দুকধারীরা পরিকল্পিতভাবে ঘটনাস্থলে এসে হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলের আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে তদন্তের জন্য।

এ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ কেউ জানান, নিরীহ মানুষও গুলির শিকার হয়েছেন।

এনওয়াইপিডি পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ জানিয়েছেন, ক্লাবের ভেতরে সম্ভবত বিরোধের জেরে এ সহিংসতা ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অন্তত ৪২টি গুলির খোসা। ঘটনাস্থলের এলাকা থেকে একটি অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে, তবে এটি হামলার সঙ্গে যুক্ত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এটি নিউইয়র্ক সিটির কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় বড় গণ-গুলিবর্ষণ। এর আগে ম্যানহাটানের পার্ক অ্যাভিনিউয়ের বহুতল ভবনে অস্ত্রধারীর হামলায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এনওয়াইপিডি পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম সহ ৪ জন নিহত হোন। এ ঘটনায় অস্ত্রধারী শেন তামুরা নিজেও আত্মহত্যা করে।

এই হুক্কা লাউঞ্জে এর আগেও ২০২৪ সালের নভেম্বরে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, যদিও তখন প্রাণহানি হয়নি।

নিউইয়র্কে আইস'র হাতে আটক সন্তানসহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর স্কুলের শিক্ষার্থী। সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে নিউইয়র্ক সিটির সরকারি স্কুল থেকে অন্তত চারজন শিক্ষার্থীকে এভাবে আটক করল আইস।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণান বলেন, "কী পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে দেশটি, যেখানে শিশুদের পরিবার থেকে আলাদা করা হচ্ছে?"

শুক্রবার রাতে ব্রুকলিন ফ্রন্টিয়ার্স হাই স্কুলের ২০ বছর বয়সী শিক্ষার্থী মামাদু দিয়ালোকে সমর্থনে ডজনখানেক মানুষ জড়ো হন। গিনি থেকে আসা দিয়ালোও নিয়মিত শুনানির জন্য হাজির হয়েছিলেন, কিন্তু আইসিই তাকে সেখান থেকেও আটক করে।

অ্যাসেম্বলিওমেন ক্যাটালিনা ক্রুজ বলেন, "প্রেসিডেন্ট তো অপরাধীদের ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমরা দেখছি সাত বছরের শিশু, ১৯ বছরের তরুণ আর এক মা যারা কেবল ভালো জীবনের স্বপ্ন দেখছিল তাদেরই টার্গেট করা হচ্ছে। কথার সঙ্গে কাজের কোনো মিল নেই।"

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এখনো জানায়নি কেন মার্থা ও তাঁর সন্তানদের আটক করা হয়েছে। আপাতত

তবে সিটি ও স্টেট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিবারটিকে আইনি সহায়তা ও অভিবাসন সুরক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আদালতে শিশু অভিবাসীদের সুরক্ষা বহাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর করেছিল, ১৯৯৭ সালের পর থেকে শিশু অভিবাসীদের হেফাজতে রাখার জন্য নতুন মানদণ্ড ও নীতি তৈরি করা হয়েছে। কিছু উন্নত শর্তও তারা স্বীকার করে নিয়েছে। তবে বিচারক জি লিখেছেন, "এই উন্নতিগুলোই প্রমাণ করে চুক্তিটি তার উদ্দেশ্য পূরণ করছে। তাই অল্প অগ্রগতির অজুহাতে চুক্তি বাতিলের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।"

ট্রাম্প প্রশাসনের আইনজীবীরা আদালতে বলেন, ফ্লোরেস চুক্তি তাদের পরিবার-আটক কেন্দ্র সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করছে। অথচ ট্রাম্পের বাজেট বিলেই বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রয়েছে নতুন অভিবাসন ডিটেনশন সেন্টার তৈরির জন্য। সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী টিবেরিয়াস ডেভিস বলেন, আইন তাদের পরিবারগুলোকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখার অনুমতি দেয়, কিন্তু ফ্লোরেস চুক্তি সেই ক্ষমতাকে কার্যত বাতিল করে দিচ্ছে।

১৯৮০-এর দশকে শিশু অভিবাসীদের প্রতি অমানবিক আচরণের অভিযোগের পর দীর্ঘ এক দশকের মামলা লড়াইয়ের ফল ছিল এই চুক্তি। এর আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুদের জন্য খাবার, পানি, প্রাপ্তবয়স্ক তত্ত্বাবধান, জরুরি চিকিৎসা, শৌচাগার, সঠিক তাপমাত্রা ও বাতাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করা হয়। একই সঙ্গে নির্ধারণ করা হয়, কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার বেশি কোনো শিশুকে আটক রাখতে পারবে না। এরপর শিশুদের দায়িত্ব নেবে হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস।

গত বছর বাইডেন প্রশাসন আংশিকভাবে চুক্তির কিছু ধারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিচারক জি রায় দেন, শিশুদের হেফাজত গ্রহণের পর স্বাস্থ্য বিভাগ বিশেষ আদালতের তত্ত্বাবধান থেকে মুক্তি পেতে পারে, তবে যেসব শিশু বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, তাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকবে।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টা আটকে দেওয়ার পক্ষে আইনজীবীরা জানান, বাস্তবে সরকার শিশুদের আইনি সময়সীমার চেয়ে অনেক দীর্ঘ সময় আটক করে রেখেছে। আদালতে দাখিল নথি অনুযায়ী, গত মে মাসে কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন ৪৬ জন শিশুকে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আটকে রেখেছিল। এর মধ্যে ছয় শিশু দুই সপ্তাহের বেশি এবং চারজনকে ১৯ দিন পর্যন্ত আটক রাখা হয়েছিল। মার্চ ও এপ্রিলে ২১৩ শিশুকে ৭২ ঘণ্টার বেশি হেফাজতে রাখা হয়েছিল, যার মধ্যে কিছু ছিল একেবারে অল্পবয়সী শিশু।

সরকার বর্তমানে নতুন ডিটেনশন সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা করছে, যার মধ্যে ফ্লোরিডায় নির্মিত বিতর্কিত কেন্দ্র 'অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ' অন্যতম। সেখানে আটক অভিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

এখনও বিচারক জি রায় দেননি শিশু অধিকার আইনজীবীদের আরেক আবেদনের বিষয়ে। তারা চেয়েছেন, সীমান্ত হেফাজত কেন্দ্রগুলোতে আটক শিশুদের জন্য স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা বাড়ানো হোক। বর্তমানে টেক্সাসের এল পাসো ও রিওগ্র্যান্ড ভ্যালি অঞ্চলের কয়েকটি স্থাপনা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিদর্শনের আওতায় রয়েছে। তবে আবেদনকারীরা প্রমাণ দেখিয়েছেন, দীর্ঘমেয়াদি আটকাদেশ এখনও চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

১৬ হাজার ৩৯৯ শিক্ষকের ৫৪ শতাংশেরই নিয়োগ আ. লীগ আমলে

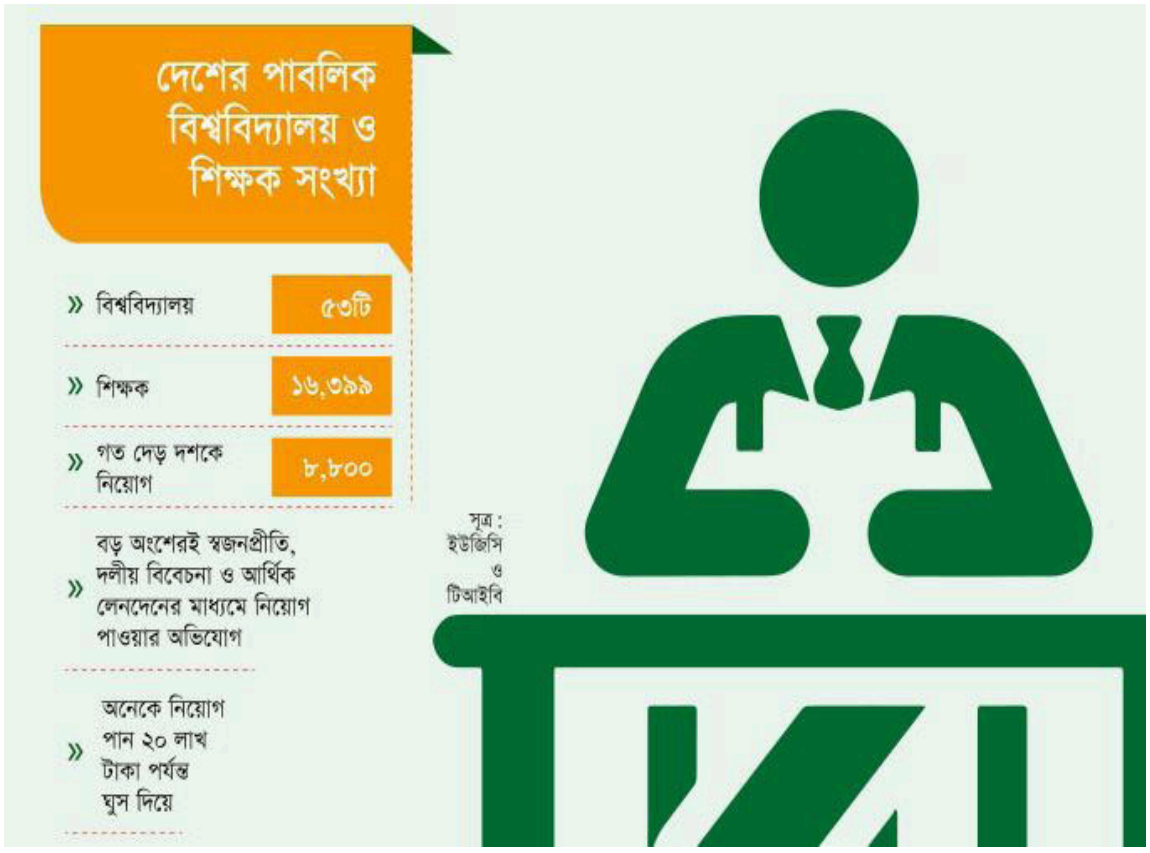
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রিন্ট মেকিং বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী, প্রার্থীর এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৫-এর মধ্যে ন্যূনতম ৪ দশমিক ২৫ ও প্রিন্ট মেকিং বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে অন্তত ৩ দশমিক ৫০ বা প্রথম শ্রেণী থাকতে হবে। তবে এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া তিন শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল বশির, ঝোটন চন্দ্র রায় ও স্বপন কুমার সানা নিয়োগ পেয়েছিলেন এসব শর্ত পূরণ না করেই। দেশের সবচেয়ে পুরনো এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দেড় দশকে নিয়োগ পেয়েছেন ১ হাজার ৪০০-এরও বেশি শিক্ষক। তবে অভিযোগ আছে, এসব শিক্ষকের বড় অংশই নিয়োগ পেয়েছেন দলীয় বিবেচনায় শর্ত শিথিল, আর্থিক লেনদেনসহ নানা অনিয়মের মাধ্যমে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, একই ধরনের অভিযোগ ছিল অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ৫৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৬ হাজার ৩৯৯। ২০০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ২৪১। মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী গত দেড় দশকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নিয়োগ পেয়েছেন অন্তত ৮ হাজার ৮০০ জন। সে হিসেবে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কর্মরত শিক্ষকদের ৫৪ শতাংশই নিয়োগ পেয়েছেন গত ১৫ বছরে। এদের বড় অংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় স্বজনপ্রীতি, দলীয় বিবেচনা, শর্ত শিথিল, আর্থিক লেনদেনসহ অবৈধ উপায়ে নিয়োগ পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তবে তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমনকি জুলাই ছাত্র অভ্যুত্থানের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকারি আমলাসহ বিভিন্ন সরকারি খাতে অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও এসব কমিটি এখনো তাদের প্রতিবেদনই জমা দেয়নি।

শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিগত দেড় দশকে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল করে এবং নিয়োগ পরীক্ষায় ভালো করেও দলীয় পরিচয় না থাকায় বা তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের সুপারিশ না থাকায় নিয়োগ পাননি। অন্যদিকে দলীয় কর্মী, ঘনিষ্ঠ ও সমর্থকদের শর্ত শিথিল করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আমি কখনো রাজনীতিতে যুক্ত ছিলাম না, পড়ালেখাতেই ব্যস্ত থাকতাম। ফলাফলও ভালো ছিল। স্বপ্ন ছিল শিক্ষকতা করব। দেশের মোট চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু কোনোটিতেই সিলেক্টেড হইনি। দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হওয়ার পর বড় ভাইয়েরা পরামর্শ দিয়েছিল রাজনৈতিক সুপারিশ নিয়ে ভাইভায় অংশগ্রহণ করার। এরপর একটি ভাইভায় আমাকে স্নেহ করতেন এমন এক বড় ভাই তৎকালীন উচ্চপর্যায়ের এক নেতার সুপারিশের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। তাতেও লাভ হয়নি। পরে জানতে পেরেছিলাম, ওই নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সুপারিশকৃত প্রার্থী ছিলেন। আমাকে তখন সিলেকশন বোর্ডের এক শিক্ষক বলেছিলেন, তারা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা করে দেবেন। আসলে ঘুরেফিরে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন বোর্ডে কিছু নির্দিষ্ট শিক্ষকরাই থাকতেন। এ সিন্ডিকেটই মূলত সব নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করত।'

ঢাবির সাবেক এ শিক্ষার্থী আরো বলেন, 'আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা ভালো। সৎভাবেই তারা খুব ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারেন। এর পরও তারা কেন এ ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েন বুঝতে পারি না। তাদের কারণে এমন অনেকে শিক্ষক হচ্ছেন যারা পড়াতে পারেন না। এ কারণে দেশের উচ্চশিক্ষার মান ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।'



গত দেড় দশকে বিভিন্ন নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধেও। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২০২৩ সালে ইতিহাস বিভাগে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ৩৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী শামসুদ্দোহা মনি, ৪০ ব্যাচের শিক্ষার্থী সারাফত আদনান বিপ্লব ও ৪২ ব্যাচের শিক্ষার্থী শারমিন সুলতানা। অভিযোগ ওঠে, ওই নিয়োগ পরীক্ষায় প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ফলাফলধারী ছাত্রী ৪৩ ব্যাচের মারিয়া আক্তারকে বাদ দেয়া হয়েছিল। মারিয়া আক্তার এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫, স্নাতক পরীক্ষায় সিজিপিএ ৩ দশমিক ৭৬ ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৩ দশমিক ৭৭ পেয়েছিলেন।

ওই সময়ে বিভাগটির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম দাবি করেছিলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুসারে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। এ ঘটনার কিছুদিন পর লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবিতে ইউজিসি চেয়ারম্যান বরাবর চিঠি দিয়েছিলেন বিভাগটির ৪২তম ব্যাচের জান্নাত আরা নামের এক শিক্ষার্থী। তিনি চিঠিতে দাবি করেন, সকল যোগ্যতা থ াকা সত্ত্বেও তাকে বাদ দিয়ে তুলনামূলক কম যোগ্য ও নৈতিক অবক্ষয়সম্পন্ন প্রার্থীর নাম নিয়োগ বোর্ড থেকে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে এসব বিষয়ে ওই সময়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়েও এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি নীরব ভূমিকায় রয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বলেন, 'আমরা জুলাই হামলায় জড়িতদের বিচার করা ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিটি নিয়ে কাজ করছি। এছাড়া এ মুহূর্তে জাকসু নির্বাচন নিয়েও কাজ চলছে। সব মিলিয়ে আমরা এতদিন পারিনি। অনেকের দাবি এটা। আশা করি আগামী দিনে এটা নিয়ে কাজ করা যাবে।'

বিগত সরকারের সময় নিয়োগ বাণিজ্যের জেরে যেসব উপাচার্য সমালোচিত ছিলেন তাদের একজন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীন আখতার। ২০১৯ সালের ৩ নভেম্বর উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন তিনি। চার বছরে পাঁচ শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ আছে, এদের প্রায় সবাইকেই নিয়োগ দেয়া হয়েছিল দলীয় বিবেচনায়। ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির নিয়োগ সম্পর্কিত বেশকিছু অডিও রেকর্ড ফাঁস হয়। সেসব রেকর্ডে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে ৮ লাখ, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য ১০-১২ লাখ, কর্মকর্তার জন্য ১৫-১৬ লাখ, আর শিক্ষকের ক্ষেত্রে ১৬ লাখ টাকা দাবি করতে শোনা যায়। তবে এসব বিষয়ে তখন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে ১৬ বছরের নিয়োগ ও আর্থিক দুর্নীতি তদন্তে কমিটি গঠন করা হলেও এখনো কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ দুর্নীতি যে শুধু বিগত ১৫ বছর হয়েছে এমন নয়। এটি আরো আগে থেকেই চলছে, বিগত ১৫ বছরে চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। এ ধরনের দুর্নীতির পেছনে প্রধান কারণ দলীয়করণ। রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে গিয়ে দলীয় প্রার্থীদের যেকোনো উপায়ে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছে। এতে মেধাবীরা উপেক্ষিত থেকেছে। এর জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীরা।'

তিনি আরো বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন যৌক্তিক। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ স্বায়ত্তশাসনকে কাজে লাগিয়ে জবাবদিহির জায়গাগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে। এছাড়া নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিন্ডিকেট গঠনের প্রক্রিয়াটা এমন করা হয়েছে যে সেখানে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ আছে। নিয়োগ দুর্নীতি বন্ধে এসব আইন সংস্কার প্রয়োজন। একই সঙ্গে ইতোপূর্বে যারা দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছে তাদের শনাক্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্নীতির প্রবণতা কমবে।'

দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগের ক্ষেত্রেও। বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুস সোবহানের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৩৮ জন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অনুসন্ধান করছে। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০ মার্চ ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত অধ্যাপক আবদুস সোবহানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন।

নিয়োগে অনিয়ম প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন বলেন, 'গত দেড় দশকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শর্ত ও ফলাফল শিথিল করা, অর্থের বিনিয়োগ, দলীয় ও ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানোসহ নানা ধরনের অভিযোগ উঠেছে। এসব বিষয় খতিয়ে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইতোমধ্যে একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করেছে। এজন্য উন্মুক্ত অভিযোগ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে; এছাড়া ই-মেইল ও বেনামি বিভিন্ন উপায়ে অভিযোগ চিহ্নিত করা হচ্ছে। যদিও অভিযোগের সংখ্যা খুব বেশি নয়, আমরা আরো তথ্য আশা করেছিলাম। তবে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শিগগিরই ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'ইতোমধ্যে আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাদিকুল সাগর, চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক সুজন সেন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক মুস্তাক আহমেদসহ কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কারো ক্ষেত্রে সাময়িক বহিষ্কার, আবার কারো ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের বহিষ্কারাদেশ দেয়া হয়েছে।'

শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের মতে, নিয়োগে অনিয়মের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। বিশেষত আওয়ামী লীগের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত ২০ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে এ ধরনের অভিযোগ বেশি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে দলীয়করণের পাশাপাশি উপাচার্যদের স্বজনপ্রীতিও প্রাধান্য পেয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতির জেরে এক দশক ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় এসেছে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। ২০২২ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শর্ত পূরণ না করেও নিয়োগ পান বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. মো. ছাদেকুল আরেফিনের মেয়ে অহনা আরেফিন। এর কিছুদিন পরই ২০২৩ সালে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগে নিয়োগ পান গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. একিউএম মাহবুবের মেয়ে ফারজানা মাহবুব। অভিযোগ ছিল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের মেয়ের নিয়োগ নিশ্চিত করতে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে অহনা আরেফিনকে নিয়োগ দিয়েছিলেন একিউএম মাহবুব। ঘটনাটি তখন ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিলেও উভয় উপাচার্যই আওয়ামীপন্থী হওয়ায় ইউজিসি বা সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। গত বছরের গণ-অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে রদবদল এলেও বিগত দেড় দশকের অবৈধ নিয়োগ বা দুর্নীতির বিষয়ে এ দুই বিশ্ববিদ্যালয় এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

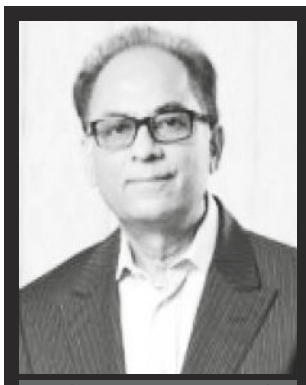
নিয়োগ দুর্নীতির জেরে আলোচিত হন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. শহীদুর রহমান খান। তিনি ৩৫০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৪২৬ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছিলেন। অভিযোগ ছিল এদের অধিকাংশই নিয়োগ পেয়েছিলেন আত্মীয়তা কিংবা দলীয় পরিচয় সূত্রে। ইউজিসি ওই সময়ে এসব অনিয়মের সত্যতা পাওয়ায় নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরিচ্যুত করার সুপারিশও করেছিল। তবে এখনো সে সুপারিশ কার্যকর হয়নি। এমনকি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক সমিতি অনিয়মের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া ৭৩ শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের নির্দেশনা প্রত্যাহারের আবেদন করেছে।

টিআইবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ২০১৬ সালের এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রকাশনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণ, বিজ্ঞপ্তির বাইরে অতিরিক্ত নিয়োগ, পরীক্ষার ফল প্রভাবিত করাসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়। এমনকি আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদে নিয়োগে ৩ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক লেনদেনের তথ্যও উঠে আসে। এছাড়া গত দেড় দশকে প্রাথমিক, মাধ্যমিকসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশ্ন ফাঁস, আর্থিক লেনদেন ও ঘুস গ্রহণের অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রের ভাষ্যমতে, গত দেড় দশকের পুরো সময়জুড়ে চিত্রটি কমবেশি একই রকম ছিল। তবে শেষের বছরগুলোয় তা আরো প্রকট হয়ে ওঠে।

অবৈধ নিয়োগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষকরাই বাধা প্রদান করছেন বলে উল্লেখ করেছেন একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে এক উপাচার্য বলেন, 'দলীয় মতবাদের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ার বিষয়ে সবাই একমত। এমনকি এ নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে একাধিকার বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। যদি মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দেয় তাহলেই ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। অন্যথায় ব্যবস্থা নিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়বে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, 'যদি সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আসে তাহলে সাধারণত আমরা এ বিষয়গুলো কমিটির মাধ্যমে করি। এ পর্যন্ত আমাদের দুই ধরনের কমিটি করা হয়েছে। একটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, আরেকটি শিক্ষকদের জন্য। যদি কেউ মনে করে তার সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে বা সুবিচার পাননি, আবেদন করলে প্রত্যেক ঘটনা বা পরিস্থিতি স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করার জন্য তিনজন ডিনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে রিপোর্ট দেবেন। নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি যে অভিযোগ আসে, তা হলো যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

সার্বিক বিষয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের একটি বিষয় রয়েছে। এসব অনিয়মের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের কাছে যদি এ ধরনের সুস্পষ্ট অভিযোগ, তথ্য-উপাত্ত আসে তবে আমরা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেব।'



ইমিগ্রেশন ও আপনি

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনাদের এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

২০২৬ ফিস্ক্যাল ইয়ার এর জন্য এইচ-১বি ভিসা ক্যাপঃ

ইউএস সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্রেশনে সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) ২০২৬ অর্থবছরের নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি এইচ-১বি ভিসার মধ্যে আছে নিয়মিত কোটায় ৬৫ হাজার এবং এ্যাডভান্স ডিগ্রীধারীদের কোটায় ২০ হাজার। এর বাহিরে নতুন আর কোন আবেদন নেয়া হবে না। তবে নিয়োগকারীরা এমনও এক্সটেনশন, ট্রান্সফার এবং ক্যাপ বহির্ভূত আবেদন এইচ-১বি শ্রমিকদের জন্য ফাইল করতে, এটার অর্থবছর ২০২৬ এর প্রক্রিয়ার জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ। যেসব কোম্পানি এইচ-১বি ভিসার জন্য আবেদন করার সুযোগ নিতে পারেননি- তারা বিকল্প ভিসার আবেদন করতে পারেন। নতুবা পরবর্তী বছরে (২০২৬) লটারির জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।

ডিএইচএস সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্ম বিদ্বেষী কোন কর্মকান্ড হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবে :

এপ্রিল ০৯, ২০২৫ ইউএস সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) ঘোষণা করেছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা বিদেশি নাগরিকদের ধর্ম বিরোধী কোন মন্তব্য করে কিনা তা পরীক্ষা করতে শুরু করেছে।

কোন সুইশ ব্যক্তিকে নাজেহাল করলে সেই অজুহাতে তার ইমিগ্রেশন সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন প্রত্যাখা হতে পারে। আবার সেই সাথে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ষ্ট্যাটাস, বিদেশি ছাত্র এবং ধর্ম বিরোধী কর্মে লিপ্তদের আইনসম্মত পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আবেদন ও ক্ষতির কারণ হতে পারে।

ধর্মবিরোধী কাজের মোকাবেলায় অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে এসবি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশি সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।

ডিএইচএস সর্বোচ্চ মাত্রায় সকল প্রাসঙ্গিক ইমিগ্রেশন আইন কার্যকর করবে দেশকে বিদেশি চরমপন্থী, সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করতে। এসব সন্ত্রাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন হামাস, ফিলিস্তিনী, ইসলামী জিহাদ, হিযবুল্লাহ অথবা আনসার আল্লাহ আফা ঃ "দি হাইথেসি।"

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইউএসসিআই এস গভ: ভিজিট করুন।

এ ব্যাপারে আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে পূর্বের প্রকাশিত তথ্য পুনরায় প্রকাশ করা হলো।

নিউইয়র্ক থেকে ম. চৌধুরীর প্রশ্ন।

আমি একজন ইউএস সিটিজেন, আমার বিষয় হচ্ছে যে তার মাকে এদেশে আনার ব্যাপারে উপযুক্ত কিনা?

ম, চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রীনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং ২১ নিম্ন বয়সী অবিবাহিত সন্তানের মধ্যে আবেদন করতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, গ্রীনকার্ডধারীরা তাদের বিবাহিত সন্তান, মা-বাবা এবং ভাই বোনের জন্য আবেদন করতে পারেন না।

আপনার স্বামী একজন গ্রীনকার্ডধারী সে কারণে বাংলাদেশে বসবাসকারী তার মায়ের মা জন্য ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আবেদন করার ব্যাপার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। তাকে সিটিজেনশিপ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আমার গ্রীনকার্ডধারী স্বামী তার মাকে এদেশে আনতে চায়। কিন্তু আমার জানার আবেদনে আমার স্বামী গ্রীনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছে। আমার স্বামীর বাংলাদেশের মা আছেন। যিনি স্বামীহারা বলে বর্তমানে একা আছেন।

আগস্ট ২০২৫ ভিসা বুলেটিন:

ইউএস স্টে ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) আগস্ট ২০২৫'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে আগস্ট ২০২৫'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, "ফাইনাল এ্যাকশন ডেট" বলতে সেই ডেটকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ হয় এর পূর্বে।

আগস্ট ২০২৫'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে অগ্রগতি হয়নি।

ফ্যামিলি স্পনসর্ড প্রেফারেন্সেস :

প্রথম: (এফ ১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : জুলাই ১৫, ২০১৬।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ ২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং সন্তান ঃ সেপ্টেম্বর ০১, ২০২২।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী) ঃ অক্টোবর ১৫, ২০১৬।

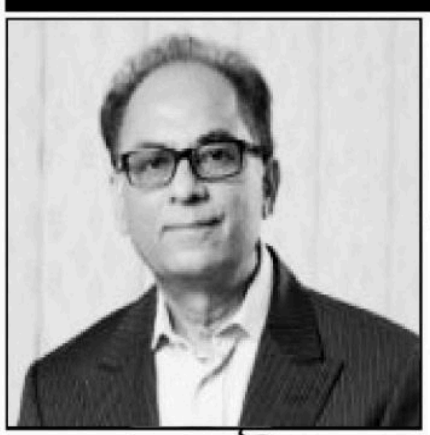
তৃতীয় ঃ (এফ ৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ আগস্ট ০১, ২০১১।

চতুর্থ ঃ (এফ ৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন ঃ জানুয়ারি ০১ ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

আপনাদের জন্য আমরা যে পরামর্শ দিয়ে থাকি তা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এ্যাটর্নীর সাথে পরামর্শ করা ভালো।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ন স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

মায়াবী মোচড়
আতাউর রহমান মিলাদ

একদিন যে কথাটি বলতে চেয়েছিলাম
কলেজ ফেরত অপরাহ্নের পড়ন্ত বেলায়
সেদিন, কি বার ছিল, আজ আর মনে পড়ে না!

প্রতীক্ষার দীর্ঘপ্রহর পর এসেছিলে কলেজে
পরনে হালকা নীল শাড়ি, কপালে লাল টিপ
চুলগুলো উড়ছিল বেয়াড়া হাওয়ায়
হাতে, মহাদেব সাহা'র '৫০ প্রেমের কবিতা'

দাঁড়ালে ক্ষণিক, কাছাকাছি এসে, মুচকি হেসে
নিথর দু'চোখ। পড়তে পারিনি চোখের ভাষা
বোবা সময়, চুপচাপ, নির্বোধ নীরবতা
সাহসে টেনে নেই '৫০ বছরের প্রেমের কবিতা'
পলকে, বইয়ের ভেতর গুঁজে দেই অবিন্যস্ত ভাবনা,
দিনরাত্রির দীর্ঘশ্বাস, আছড়ে পড়া ব্যাকুলতা

পঁচিশ বছর পরও টের পাই মায়াবী মোচড়
জানতে ইচ্ছে হয় খুউব, কখনও কী ডানা মেলে
উড়েছিলো মলাটবন্দী খোয়াব, পেয়েছিল হাতের আদর

নাকি, বইয়ের ভেতর শুয়েছিল মৃত আরশোলা!

বর্ষা
নয়ন আহমেদ

এবার বর্ষা এলো খিলখিল হেসে;
শিশুদের মতো নেচে নেচে।
বর্ষা এলো কামিজের মতো অ্যামব্রয়ডারির ফোঁড়ে ফোঁড়ে।
চোখের গ্লুকমা মুছে মুছে তাঁতিপাড়া থেকে এলো সে।
সমৃদ্ধশালী হবে রঙে রঙে। দুটি যাপিত চোখ হবে।

শুধু দৈত্যের বাগানে কোনও খিলখিল উজ্জ্বল বর্ষা এলো না।

অনুরাগের পরশে
আব্দুর রশীদ

তোমার কথা,
শব্দ নয়- যেন আগুনের কাঁটা,
বুকে বিঁধে রক্ত ছড়িয়ে যায় প্রতিবার।
তবু, আমি সেই কাঁটাগুলোকে
ফুল ভেবে রাখি মনের জানালায়।
তোমার আঘাতে,
আমি ভেঙে পড়ি না !
বরং প্রতিদিন নিজেই তুলে ফেলি
হৃদয়ের কাঁটা।
আমি শিখেছি,
মানুষ হওয়া মানে শুধু দেহ নয়,
বরং করুণার রোদের নিচে দাঁড়িয়ে
ভালোবাসা বুনে যাওয়া প্রতিদিন।
ঘৃণার এই পৃথিবীতে
আমি রেখে যেতে চাই
না-বলা অনুরাগ,
যার পরশে গলে যাবে সব বিদ্বেষ।
আমি চাই, মুক্ত মনে,
আমার প্রতিটি নিশ্বাস ছুঁয়ে যাক
পৃথিবীর অনু-পরমাণু,
যেন মাটির গন্ধেও জেগে ওঠে
অনুরাগের আলো।



মিথিলার বিবেক
ফারুক আহমেদ রনি

আমার ভিতরে নদী নয়, একটি প্রাচীন আয়না
যেখানে প্রতিদিন জন্ম নেয় এক অস্পষ্ট শরীর।
তোমরা যখন নিয়ম বানালে কাচের কাঠামোয়,
আমি তখন রঙপুঁতে রাখতাম মাটির নখে।
তোমরা যখন ব্যস্ত ছিলে নীতির হিংসাত্মক সংজ্ঞা নিয়ে,
আমি তখনো আঙুলের মহিমা নিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি।

নদীরবাঁকে এক চিলতে প্রেমের নাম মিথিলা,
যার শরীরের বিনিময়ে ছিলো না কোন পরোক্ষ নিয়ম,
জঘন্য দিবালোকে সমর্পণ করেছি আমাকে,
যদি অনুশাসনে বিলুপ্ত হয় হোক দুঃশাসনের আদি-অন্ত!
তোমরা বলেছিলে, একটি আঙুলে হবে কর্তৃত্বের রেখা,
আর আমি লিখে দিয়েছিলাম আঙুলের ভেতরে
একটি শব্দ- জয়বাংলা....
উচ্চারণহীন, রক্তে তার তর্জনী জেগে থাকে।

এখন সে আর নাম নয়, বিধ্বস্ত একটি শব্দ,
যা প্রতিদিন আমার ঠোঁট ছুঁয়ে যায়
উচ্চারণে বহতা হয়, অদৃশ্য ভয় গ্রাস করে আমাকে।
আমার যোনি একটি স্বপ্নময় বাগান
বীজে বোনা হয় না ফল কিংবা ফুল, শুধু আঁশটে গন্ধ
আর মাটি ভুলে যায়....
কী জন্ম দিয়েছিল একদিন!

আমি যখন আয়নায় তাকাই, নিজেকে দেখি না,
দেখি এক দিগন্তরেখা, একপাশে দাঁড়িয়ে আমি
আর অন্যপাশে ঝুলে থাকে বীভৎস রাষ্ট্রদ্রোহী শকুনেরা।
সকালে ধোঁয়ার ভেতর আমি দাঁড়িয়ে থাকি,
আমার চোখে এখন রঙচটা কোন স্বপ্ন নেই
ঝাপসা অন্ধকার। উচ্ছিষ্ট খাবারের বিনিময়ে
উপড়ে ফেলা হয় আমার একমাত্র বিবেক।

অতঃপর
দীপঙ্কর ইমন

অতঃপর,
তোমার অপেক্ষায় আছি,
জলের সাথে ঘর ভেঙে গেছে আমার
যদিও চোখে ঘণীভুত মেঘমল্লার।

এই যে তুমি আমাকে শেখাও ঐশ্বরিক নিরবতা
যখন ঘামের ফসল ভাগাভাগি করে অযোগ্য মহাজন
গণতন্ত্র কি ফিরিয়ে দিতে পেরেছে তোমার তুমিকে?
তবু সেই ভাঙা গান নিরব আগুনে।

আমার অধিকার কোথায়?
মানচিত্রের প্রেমে পরতেই নিঃস্ব হয়েছি অকাতরে
এখন তুমি আমায় প্রেম শেখাও প্রতিক্রিয়ার ছলে!

সব দেখে, শুনে, বুঝে
জলের সাথে ঘর ভেঙে যায়
চোখে মেঘমল্লার, নিরব আগুন....

বাণিজ্য বটে
জেবুন্নেছা জোৎস্না

জ্বলছে পোষাক সলতেয়; গলছে মোমের শরীর।

মৃত নক্ষত্র পূনরুত্থানে জন্মায় নেবুলা
বীজ, বৃক্ষের সবুজ বংশানুক্রমিক প্রচারণা।
মানবের নাভী ছিঁড়ে উদগীরিত তাজা প্রাণ,
ওরা আমাদের উত্তরসূরি, জৈবিক সন্তান-

চার হাতে কংক্রিটের ঘর বানালাম
ভারী পাল্লার কাঠের দরজায়, থাইগ্লাস জানালায়
সূর্যের প্রখর তাপ, আমাবশ্যার ভূতুড়ে ডাক,
মশা-মাছি ধুলোর জীবাণু তাড়ালাম।
আমাদের সকল সম্পদ, স্বপ্ন, সুখ
তার ভবিষ্যত ভাবনায় গচ্ছিত রেখে-
শূন্য মানিব্যাগ, ব্যাংকের ব্যালেন্স
তবু ভালো খাবারটা দিয়েছি প্লেটে তুলে-

আমাদের সেই বসরার গোলাপ বাগান ঘরেতে
ছাদ ফুঁড়ে মেঘ- বৃষ্টি- জোৎস্না না এলেও
শাসকের বুলেট আচমকা শব্দ করে!
কখনওবা ব্যর্থ রাষ্ট্রযন্ত্রের দানব কারিগর
অগ্নিকুন্ডে আকাশ বিদীর্ণে নামে-

আমাদের সন্তানের দেহ গলে, ঝলসে পোড়ে
পথে- প্রান্তরে রক্তাক্ত লাশ, স্কুলঘরে!
আমাদের সন্তানের দুধভাত
ইঁদুর-বিড়াল নেতা জিহ্বায় চাটে-
আমাদের সন্তানেরা দেশের বাণিজ্য বটে

অতঃপর
দীপঙ্কর ইমন

অতঃপর,
তোমার অপেক্ষায় আছি,
জলের সাথে ঘর ভেঙে গেছে আমার
যদিও চোখে ঘণীভুত মেঘমল্লার।

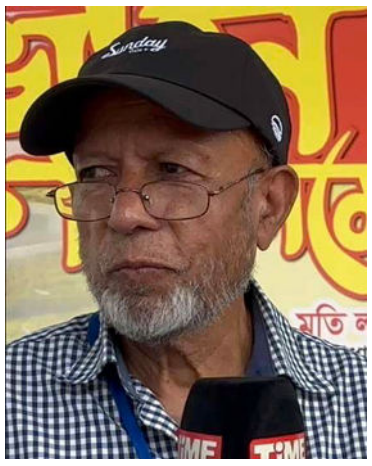
এই যে তুমি আমাকে শেখাও ঐশ্বরিক নিরবতা
যখন ঘামের ফসল ভাগাভাগি করে অযোগ্য মহাজন
গণতন্ত্র কি ফিরিয়ে দিতে পেরেছে তোমার তুমিকে?
তবু সেই ভাঙা গান নিরব আগুনে।

আমার অধিকার কোথায়?
মানচিত্রের প্রেমে পরতেই নিঃস্ব হয়েছি অকাতরে
এখন তুমি আমায় প্রেম শেখাও প্রতিক্রিয়ার ছলে!

সব দেখে, শুনে, বুঝে
জলের সাথে ঘর ভেঙে যায়
চোখে মেঘমল্লার, নিরব আগুন....

নিউইয়র্কে কমলগঞ্জ সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত











ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সেতু নির্মানের লক্ষ্যে গঠিত কমলগঞ্জ প্রবাসীদের সংগঠন 'কমলগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র বার্ষিক বনভোজন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৭ আগষ্ট রোববার ব্রঙ্কসের ফেরী পয়েন্ট পার্কে শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বনভোজনটি কমলগঞ্জবাসীর এক মিলন মেলায় পরিনত হয়। নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী প্রবাসীরা এতে অংশগ্রহন করেন। দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত বনভোজনটি সবার আন্তরিক সহযোগিতায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বনভোজন অনুষ্ঠানে সকালে শিশু কিশোর-কিশোরী ও নবীন-প্রবীন বনভোজনে আগতদেরকে সকালের নাস্তায় আপ্যায়ন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ আবজালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মতি লাল দেব রায়ের সঞ্চালনায় আগত অতিথিদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন করেন বনভোজনের গ্রান্ড স্পন্সর, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল আহমদ চৌধুরী। এ সময় বক্তব্য রাখেন কমলগঞ্জ সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য মোহাম্মদ রহমান ফরিদ।

দিনব্যাপী আয়োজিত বনভোজনে সকল বয়সের মানুষের জন্য ছিলো বিভিন্ন খেলাধূলা। এছাড়াও মূল আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। দুপুরে অংশগ্রহনকারী সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। সবশেষে ছিলো র‍্যাফেল ড্র ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

বনভোজনে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, টাইম টেলিভিশনের পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, মেঘনা ট্রাভেলসের কর্ণধার মোহাম্মদ রহমান, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সভাপতি ফজলুর রহমান, মূলধারার রাজনীতিক মেরী জোবায়দা, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মেরী জোবায়দা তার বক্তব্যে নিউইয়র্ক সিটির অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩৬ তেখে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানান এবং নির্বাচনে তাকে ভোট প্রদান সহ সার্বিক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেন।

কমলগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ ইনক কমিটির মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ, আব্দুস শহীদ, জিতেন্দ্র ভৌমিক, শ্যামল পাল, মঈন উদ্দীন, অনিতা সিনহা, রিপন দেব, সুরনজিত পাল, রাব্বি হোসেন, সাঈদ আলমগীর, মোহাম্মদ ইউনুস, সিক্তা চক্রবর্তী, সত্যজিত সিনহা, বাহার ভূইয়া, মোহাম্মদ রফিকুর, বনভোজন সাব কমিটির তুহিন খান, সৈয়দ আলমগীর, রিটন সরকার, মহসিন আহমদ, রাহাত মাহিম, মিজান চৌধুরী, সৈয়দ মহিবুল হাসান, বেলাল আহমদ, তানভির চৌধুরী, মুমিন রশিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: কমলগঞ্জ বনভোজন













রানা-জুঁইয়ের বিবাহ সম্পন্ন

সাবেক মার্শাল আর্টিস্ট কারাতে প্লেয়ার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক জয়ী, সাবেক মঞ্চ অভিনেতা - অপেরা নাট্যদল, মীরপুর, ঢাকা এবং বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ইনক (বাকা) এর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা'র সাথে স্বর্ণপদক জয়ী মার্শাল আর্টিস্ট ও বর্তমান কারাতে কোচ নাসিমা আক্তার জুঁইয়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। নব দম্পতি সবার দোয়া কামনা করেছেন











শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের অগ্রাধিকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রয়টার্স হাতে পাওয়া এক গোপন বৈঠকের ই-মেইলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা অ্যাঞ্জি সালাজার অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের শরণার্থীকর্মীদের জানিয়েছেন, নতুন সীমা সর্বোচ্চ ৪০ হাজারে নামতে পারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই কর্মকর্তা আরও জানান, এই কোটার বড় অংশ দেওয়া হবে ডাচ বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের।

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের দ্বিদলীয় সমর্থন পাওয়া শরণার্থী নীতি এতে আমূল পরিবর্তিত হতে পারে। বাইডেন প্রশাসন ২০২৪ সালে যেখানে ১ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল, সেখানে ট্রাম্প সেই সংখ্যা নামাচ্ছেন ৪০ হাজারে। যদিও প্রথম মেয়াদের শেষ দিকে তিনি ২০২১ সালে সর্বনিম্ন ১৫ হাজার শরণার্থী নিয়েছিলেন।

ট্রাম্প শুরুর দিকে শরণার্থী গ্রহণ পুরোপুরি বন্ধ করলেও পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি চালু করেন। তাঁর দাবি, দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে এ শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুরা বর্ণবৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, আফ্রিকানদের পাশাপাশি কিছু আফগান ও ইউক্রেনীয়কেও আনার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে হোয়াইট হাউস বলছে, ২০২৬ অর্থবছরের (যা ১ অক্টোবর শুরু হবে) আগে কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়।

ইতিমধ্যেই কয়েক দফায় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শরণার্থী আসতে শুরু করেছে। তবে অনেকের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর পর্যাপ্ত সহায়তা পাচ্ছেন না। নগদ সহায়তা ও স্বাস্থ্যসেবার মেয়াদ এক বছর থেকে কমিয়ে চার মাসে আনা হয়েছে। ফলে নতুন আগত অনেকেই সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর ও কাজের অনুমতি না পেয়ে চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন।

জাতিসংঘের হিসাবে বিশ্বজুড়ে বর্তমানে ৩৭ মিলিয়ন শরণার্থী রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইমিগ্র্যাশন ক্র্যাকডাউনে বাড়ছে অভিবাসীদের উৎকণ্ঠা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়মিত ইমিগ্রেশন চেক-ইনে হাজির হওয়ার পরেই আটক হয়েছেন ইকুয়েডর থেকে আসা মার্থা নামের এক নারী, তাঁর সাত বছরের মেয়ে এবং ১৯ বছরের ছেলে ম্যানুয়েল।

আইস তাদের আটক করে হেফাজতে নিয়ে যায়। পরে মা ও ছোট্ট মেয়েকে টেক্সাসে আইস ডিটেনশন সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়, আর ছেলেকে রাখা হয়েছে নিউ জার্সির একটি ডিটেনশন সেন্টারে।

লস অ্যাঞ্জেলেসে স্কুলগুলোতে নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। তবে নতুন বছরে শুরু হওয়া ক্লাসে সন্তানদের সাথে স্কুলে নিয়ে যেতে ইমিগ্রেশন অভিযানে ভয় ও আতঙ্কে রয়েছেন অভিবাসী অভিভাবকরা। স্কুল শুরুর প্রথম দিনে অনেক অভিবাসীরা তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে স্কুলে উপস্থিত হননি। প্রথম দিনে ১৫ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে আইস আটক করার ঘটনায় অভিবাসী অভিভাবকরা চরম বিপাকে পড়েছেন।

অন্যদিকে, গিনির নাগরিক ম্যানহাটনের একটি স্কুলের ছাত্র ২০ বছর বয়সী আশ্রয়প্রার্থী মামাদু মাক্তার দিয়ালো, আইসের হাতে আটক হয়ে ২৬ ফেডারেল প্লাজায় শুনানি শেষে কোর্ট লবি থেকে আইসের হাতে গ্রেপ্তার হোন পেনসিলভানিয়ার একটি কেন্দ্র পাঠানো হয়েছে।

আরও চাঞ্চল্য তৈরি করেছে লুইজিয়ানার একটি মামলা। মামলায় অভিযোগ করা হয়, আইস গোপনে দুই মা এবং চার শিশুকে হন্ডুরাসে পাঠিয়েছে। শিশুর মধ্যে তিনজন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া নাগরিক এবং একজন স্টেজ-৪ ক্যান্সার আক্রান্ত। পরিবারগুলোর দাবি, তাদের কোনো আইনি সহায়তা বা যথাযথ শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়নি। তবে আইস বলছে, তারা স্বেচ্ছায় গেছেন এবং গন্তব্য দেশে চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে।

ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস নতুন একটি বিশাল আটক কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন 'ডিপোর্টেশন ডিপো'। প্রথমে এখানে ১,৩০০ এবং পরে ২,০০০ জন পর্যন্ত অভিবাসীকে আটক করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ রাজ্যের আরেকটি কেন্দ্র 'অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ' মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সমালোচনার ঝড় তুলেছে।

শুধু অবকাঠামো নয়, আইস জনবলও বাড়াচ্ছে। বয়সসীমা তুলে দিয়ে নতুন নিয়োগে বিপুল আবেদন পড়েছে মাত্র দুই সপ্তাহে ১ লাখ ১০ হাজার। প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ৫০ হাজার ডলারের সাইনিং বোনাস এবং শিক্ষাঋণ মওকুফের প্রতিশ্রুতি।

তবে সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে আটক থাকা মানুষের ৭০ শতাংশেরই কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই, যা পুরো অভিযানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

মেরিল্যান্ডের আইনপ্রণেতারা বাল্টিমোরের একটি আইস আটক কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। তাদের দাবি, অতিরিক্ত ভিড়, পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবার অভাব, গোসল ও কম্বল না দেওয়া এবং বন্দিদের যোগাযোগ সীমিত রাখা হয়েছে। কংগ্রেস সদস্য এবং সিনেটররা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন।

সব মিলিয়ে, যুক্তরাষ্ট্রে কঠোর অভিবাসন নীতিতে এখন অস্থির এবং অনিশ্চয়তায় দিন পা করছে অভিবাসী পরিবারগুলো।

ভারতে বাংলায় কথা বলতে ভয়!

৩-এর পৃষ্ঠায় পর পরিচয়পত্র দেখান। এর পরও তাঁকে পাঁচ দিন আটকে রাখা হয়। সমাজকর্মীরা তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্বের পক্ষে পুলিশকে অতিরিক্ত নথি সরবরাহ করার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফের আটক হওয়ার ভয়ে তিনি গুরুগ্রাম ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছেন। এখন বেকার। তিনি বলেন, 'আমি আবার ধরা পড়ার ভয়ে আছি। কারণ আমি বাংলায় কথা বলি।'

নিউইয়র্ক টাইমসের এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েক লাখ ভারতীয় আছে, যাদের নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি নেই। মানবাধিকার গোষ্ঠী ও আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন, যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে সরকার এ অভিবাসন অভিযান চালাচ্ছে। ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গত এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলাকে দেশটির মুসলিমদের ওপর পদ্ধতিগত নিপীড়নের হাতিয়ার করে তুলেছে। এ হামলার পর থেকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারতীয় রাজ্যগুলোতে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি মুসলমানকে আটক করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গুজরাটে অন্তত ৬,৫০০, কাশ্মীরে ২,০০০ এবং রাজস্থানে প্রায় ২৫০ জনকে আটক করা হয়েছে। রাজস্থানে মে মাসে তিনটি নতুন অস্থায়ী বন্দিশালা তৈরি করা হয়েছে।

ভারত থেকে বাংলাদেশে বহিষ্কৃত মানুষের সঠিক সংখ্যা এখনও অজানা। বাংলাদেশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মে থেকে জুলাই পর্যন্ত ভারত থেকে প্রায় দুই হাজার মানুষকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারত এই সংখ্যা নিশ্চিত করেনি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জুলাইয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারায় কয়েক ডজন মানুষকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে ভারত। সংস্থাটির এশিয়াবিষয়ক উপপরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেছেন, এই অভিযানের লক্ষ্যবস্তু মূলত দরিদ্র মুসলিম অভিবাসী শ্রমিক।

আমির শেখ (২১) পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজস্থানে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর চাচা আজমাউল শেখ বলেন, পরিচয়পত্র এবং জন্মসনদ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ভাতিজাকে গত জুনে আটক করে। তিন দিন পুলিশ হেফাজতে থাকার পর পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

গত জুনের শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নেওয়া পরিচ্ছন্নতাকর্মী ডেনিশ শেখকে (২৭) প্রসূতি স্ত্রী ও ছেলেসহ (৮) আটক করা হয়। তিনি বলেন, পাঁচ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার পর জঙ্গলে ফেলে দেয়। হেঁটে বাংলাদেশে যেতে বলে। ভারতে তাদের পরিবারের কয়েক দশকের পুরোনো জমির নথি এবং ভারতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উত্তেজনার নতুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

আদালতের বিচারপতি আনা রেয়েস স্পষ্ট করে জানিয়েছেন আইন প্রেসিডেন্টকে সীমাহীন ক্ষমতা দেয় না। তাঁর ব্যাখ্যায়, "প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করতে পারেন, মেয়রকে সহায়তা করতে হবে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবেন না।" তিনি দুই পক্ষকে সমঝোতার তাগিদ দেন, নইলে আদালত নিজে হস্তক্ষেপ করবে বলে ইঙ্গিত দেন।

শুক্রবার কয়েক ঘণ্টার টানা শুনানিতে ট্রাম্প প্রশাসনের আইনজীবীরা যুক্তি দেনড় ডসির পুলিশ যথাযথ ভাবে ফেডারেল ইমিগ্রেশন প্রয়োগে সহযোগিতা করছে না। এর আগে প্রধান স্মিথ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আটক না হওয়া ব্যক্তিদের তথ্য ইমিগ্রেশন সংস্থাকে জানাতে পুলিশ সদস্যরা সহযোগিতা করবেন। কিন্তু বন্ডি মনে করেন, এতে এখনো "সাংকচুয়ারি নীতি" কার্যকর থাকে, যা প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

বন্ডি সামাজিক মাধ্যমে ডিসির অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়ালবকে আক্রমণ করে লেখেন, তিনি নাকি নিরাপত্তা জোরদারের প্রচেষ্টার পথে বাধা দিচ্ছেন। তবে বন্ডি দাবি করেন, মেয়র মুরিয়েল বাউসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে তিনি সিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চান।

এদিকে আদালতের বাইরে বাস্তবে ফেডারেল শক্তির উপস্থিতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ন্যাশনাল গার্ড শহরের প্রতীকী স্থাপনাগুলো পাহারা দিচ্ছে, হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী এক রাতেই ২০টিরও বেশি ফেডারেল টিম ১,৭৫০ জন সদস্য নিয়ে অভিযান চালায়। এতে ৩৩ জনকে আটক করা হয়, যাদের মধ্যে ১৫ জনের বৈধ কাগজপত্র নেই। অন্যদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর মতো অভিযোগ রয়েছে।

হোয়াইট হাউসের নির্দেশে বিশেষ বাহিনী জনপ্রিয় বিনোদন এলাকা ও স্টেডিয়ামে টহল দিচ্ছে, এমনকি হোমলেস ক্যাম্প সরানোও শুরু হয়েছে। অভিবাসী অধিকারকর্মীরা বলছেন, এর আগে আইসিই মূলত নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে টার্গেট করত, কিন্তু এখন তারা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অভিযান চালাচ্ছে। স্থানীয় হটলাইনগুলোতে প্রতিনিয়ত কল আসছে আইসিইর কার্যক্রম জানাতে।

শুক্রবার আদালতের শুনানির সময় পুলিশ সদর দফতরের সামনে শতাধিক মানুষ সমবেত হয়ে স্লোগান দেয় প্রটেক্ট হোম রোল।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের এই দখল প্রচেষ্টা শুধু ডিসির রাজনীতিতেই নয়, বরং স্থানীয় শাসন ও ফেডারেল ক্ষমতার সীমারেখা নিয়ে জাতীয় পর্যায়েও এক নজিরবিহীন দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে।









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911



Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes



Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন নতুন ব্যবসা নুনতম বিনিয়োগে মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নুনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিকল্পভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন রোগশয্যায় মরিজ/পরিবারের হলে আপনি ও আপনার পরিবার যে কোন সময় সুবিধা দিয়ে পারেন এবং মৃত্যুর পর ট্রুপ কার্গোর আয়োজন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার ক্রিমেল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit
2021
For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ; শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DFI NJ, DFS MI, OB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

অভিবাসী বিতাড়ন অভিযানে আতঙ্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অ্যাভিনিউ স্কুলে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন আনা বারমুদেজ ও তাঁর স্বামী। কিন্তু আগের বছরের তুলনায় এবারে অনেক অভিভাবককে অনুপস্থিত দেখে অবাক হন তারা। আনা বারমুদেজ বলেন, "এটা খুবই দুঃখজনক। আজকের দিনটা আনন্দের হওয়া উচিত ছিল, নিরাপদে সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর মতো দিন। অথচ এখন সন্তানকে নামিয়ে দেওয়ার কাজটাও ভয় নিয়ে করতে হচ্ছে।"

স্কুল কর্তৃপক্ষ এ অবস্থায় নিরাপত্তা জোরদার, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ও আইনি পরামর্শ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সুপারিনটেনডেন্ট আলবার্তো কারভালহো বলেন, "আমাদের স্কুলগুলো নিরাপদ স্থান। কোনো বিচারিক আদেশ ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা আমাদের সন্তান ও সম্প্রদায়কে রক্ষা করব।"

তবে আতঙ্ক বাড়িয়েছে সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। সোমবার নর্দার্ন লস অ্যাঞ্জেলেসের আর্লেটা হাই স্কুলের সামনে থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী নাথান মেজিয়াকে মায়ের গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে হাতকড়া পরায় ফেডারেল এজেন্টরা। পরে জানা যায়, ভুল পরিচয়ের কারণে তাকে আটক করা হয়েছিল। মুক্তি পাওয়ার পর নাথান বলেন, "আমি আর লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকতে চাই না। আমি ঘুমাতেই পারছি না।"

যদিও কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তারা স্কুলকে টার্গেট করেনি; তারা আসলে অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা এক এল সালভাদর অভিবাসীকে খুঁজছিল। কিন্তু ঘটনাটি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারাও দাঁড়িয়েছেন শিক্ষার্থীদের পাশে। কোর্তেজ বলেন, "আমাদের স্কুলে পড়াশোনার অধিকার সবারই আছে, অভিবাসন অবস্থান যাই হোক না কেন। আমরা চাই সব শিশু স্কুলে আসুক, যেন তারা বুঝতে পারে এখানে তারা স্বাগত।"

এপ্রিল মাসে দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের ভেতরে ঢুকতে দেননি। অভিজ্ঞ এক শিক্ষিকা বলেন, "শিশুরা যখন আইসিই এজেন্টদের মুখ ঢাকা অবস্থায় স্কুলের সামনে দেখে, তখন তারা আতঙ্কিত হয়। এটা লজ্জাজনক যে এত ছোট বাচ্চাদেরও এমন ভয় দেখতে হচ্ছে।"

অভিবাসন অভিযান নিয়ে উদ্বেগ কমাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ "ডব অৎব ঙহব" শিরোনামে বিশেষ উদ্যোগ চালু করেছে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিবাসন অবস্থান নির্বিশেষে সহায়তা পেতে পারে। একই সঙ্গে স্কুল জেলা স্থানীয় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলিতভাবে একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, যাতে স্কুলের আশেপাশে ফেডারেল এজেন্ট দেখা গেলে দ্রুত তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

সুপারিনটেনডেন্ট কারভালহো আরও বলেছেন, স্কুল খোলার আগে এক ঘণ্টা ও ছুটি হওয়ার পর এক ঘণ্টা পর্যন্ত স্কুলের দুই ব্লকের মধ্যে যেন কোনো অভিযান না হয়ড়সে অনুরোধ তিনি সরাসরি ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।

একজন শিক্ষক দৃঢ়ভাবে বলেন, "আমাদের অগ্রাধিকার শিশুদের নিরাপদ রাখা। অভিবাসন এজেন্টরা এসে আমাদের অভিভাবক বা শিক্ষার্থীদের ভয় দেখাবে, তা হতে দেব না। শিক্ষার্থীদের জন্য যা প্রয়োজন আমরা তাই করব।"

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

লক্ষ্য করি বিব্রত হন হোটেল-রেস্তোরার মালিক-স্টাফরাও। তবে গেলো সপ্তাহে সহকর্মীদের আড্ডায় যারা ছিলেন- তাদের অনেকের মধ্যেই একটি প্রশ্ন লক্ষ্য করলাম। আর তা হলো চলতি সামার মওসুমে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠানের শেষ নেই। অনুষ্ঠানগুলোতে লোকেরও অভাব হয় না। বন্ধুদের প্রশ্ন কমিউনিটির লোকগুলো এতো সময় পায় কোথায়? আমরা তো সময়ের সাথে দৌড়াই, অনেক সময় ফ্যামিলিকেও তো সময় দিতে পারি না। আবার শুনি 'আমেরিকান লাইফ, টাইম ইস মানি'। আমরা যারা আড্ডায় ছিলাম তারা হিসাব মিলাতে পারলাম না।

১০ আগষ্ট ২০২৫

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine

Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine

Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,

TLC/Motor Vehicle Exam,

মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

হিলসাইড এভিনিউতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান





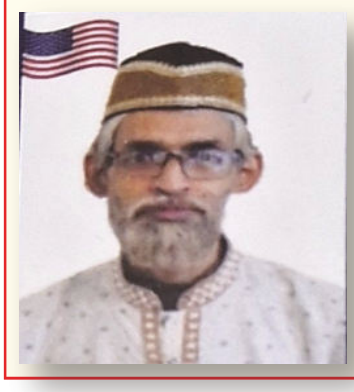
শেষ পৃষ্ঠায় পর

কুইন্স বরোর জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে ব্যতিক্রমী ক্লিনিং কার্যক্রমের আয়োজন করে। প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করে এই কার্যক্রমে রাস্তা ও ফুটপাতের ময়লা, প্লাস্টিক, কাগজ, আলাদা জায়গায় ফেলা এবং গাছের পরিচর্যাসহ স্থানীয় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এসময় ফ্রেন্ডস সোসাইটির নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে সিটির আইন মেনে চলার উপর গুরুত্বারোপ এবং ময়লা-অবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলারও অনুরোধ জানানো হয়। স্থানীয় ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউ থেকে শুরু করে ১৭০ হিলসাইড এভিনিউ তথা লিটল বাংলাদেশ কর্নার পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে এই কার্যকমের সমাপ্তি ঘটে।

বিশেষ এই কার্যক্রমে সিটি কাউন্সিল ওমেন ডক্টর নাতাশা উইলিয়াম এবং ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা ছদরুন নূর, রেজাউল করীম চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সিনিয়র সহ সভাপতি এএফএম মিসবাহ উজ্জামান, সহ সভাপতি এম কামরুল ইসলাম সনি, সাধারণ সম্পাদক এনায়েত হোসাইন মুন্সি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, ইসমাইল হোসেন স্বপন, নওশাদ হায়দার সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।



MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।

Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব। ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

বাসা ভাড়াঃ
এলমহার্স্ট হাসপাতালের কাছে ছোট ফ্যামিলি বা দুইজন কর্মজীবী মহিলার কাছে বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৪৪৬-২৭৫০, ৩৪৭-৬৭১-৫০৯৪.

বাসা ভাড়াঃ
Basement for rent (1 to 2 people max), con-sists of 1 bedroom and 1 living room with newly ren-ovated kitchen, located near Sayres Avenue 111-36 177th Street Jamaica, NY 11433. Please call 917-326-1370.

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই
৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

বাসা ভাড়া:
Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693. যোগাযোগ : 347-635-0705.

বাসা ভাড়াঃ
১০৭-৪৬ গাই-আর ব্রিউয়ার বুলেভার্ড, জ্যামাইকা, ২ ফ্যামিলির বাসার ২য় তলার তিন বেড, প্রশস্ত কিচেন, লিভিং রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে (ব্যাচেলার/ফ্যামিলি)। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬৫৪-৬৫০২.

বাসা ভাড়াঃ
২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য। যোগাযোগঃ 929-261- 9941.

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent. Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা অভিষিক্ত

শেষ পৃষ্ঠায় পর সম্পাদক আডান ইসলাম, সাদস্যিক সম্পাদক মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আবআদুস সোবহান। প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল।

অনুষ্ঠানে রিয়েলটর ইয়োশিনোরি তাকিতা, লইাবারস-এর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ইভান স্মিথ, এসোসিয়েট ব্রোকার ড্যানিয়েলা ডিয়াজ, লোন অফিসার পিটার কারলিন, আইসিওআর মাল্টি সার্ভিসেস'র সিইও মোহাম্মদ এম. হোসেন, কেডব্লিউ ল্যান্ডমার্ক রিয়েলটির লাইসেন্সধারী সেলসপারসন মোহাম্মদ কে. আহমেদ, রিয়েলটর রিয়াদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কার্যকরি কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সারা'র



অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- সারোয়ার খান বাবু, সহ সভাপতি- আজিজুল হক মুন্না, মোহাম্মদ আবু চৌধুরী, মোহাম্মদ আহমেদ জসিম, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, মাসুদ সিরাজী ও গোলাম হাসান, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মারুফ মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক- মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মোহাম্মদ এম. পরমানিক, নুরুজ্জামান সরদার, ফেরদৌস কায়েস, এইচ. এম. ইকবাল, সাংগঠনিক সম্পাদক- মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, শফিকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক- শামীম নাসের, অফিস ম্যানেজমেন্ট সম্পাদক- জিনিয়া আক্তার, প্রকাশনা সম্পাদক- জারা আলম আফিদা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- সাদমান জামান, নারী বিষয়ক সম্পাদক: আডান ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক- ফারহানা চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোস্তফা কামাল মুখুল ও সেলিম ইব্রাহিম, কার্যকরী সদস্য- শামীম আহমেদ, জান্নাতুল মহিমা, নাজির সুলতানা, মোহাম্মদ হাশেম, মুনমুন সাহা, মোহাম্মদ আতাউর রহমান ও আশরাফ আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও নৈশভোজ। ইভেন্ট কমিটির সদস্য সচিব মির্জা মোহাম্মদ হোসাইনের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী নাজু আকন্দসহ অন্য শিল্পীরা।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain


এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম
হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি
Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি
WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES
Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
CALL 917 930 1170
• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
We accept most Insurances & Medicaid
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710


গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA
ARMAN CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
BUSINESS TAX RETURN
NON-PROFIT TAX RETURN
ACCOUNTING & BOOKKEEPING
RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
TAX RESOLUTION SPECIALIST
ISLAMIC HOME FINANCING
AUTHORIZED e-file PROVIDER
7 DAYS OPEN
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET


Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস


নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
Emirates
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
Emirates
السعودية SAUDIA
الإتحاد ETIHAD AIRWAYS
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
QATAR AIRWAYS القطرية
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা অভিষিক্ত









এ উপলক্ষ্যে গত গত ১ আগস্ট শুক্রবার উডসাইডের গুলশান টেরেসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মেয়র পদপ্রার্থী ও ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যন জোহরান মামদানী। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের সাউথ এশিয়ান রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের সুসংগঠিত করার পাশাপাশি ক্রেতাদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা প্রদানই সারা'র মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। সংগঠনের মূল শ্লোগান হচ্ছে 'সকল সাউথ এশিয়ানদের জন্য একটি বাড়ী'।

এসোসিয়েশনের কার্যকরি কমিটির সভাপতি সারোয়ার খান বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মারুফ মিয়া এবং গীতা পাঠ করেন সদস্য মুনমুন সাহা। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পরবর্তীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক নুরুজ্জামান সরদার। এরপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সারোয়ার খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এএম ল গ্রুপের সিইও এটর্নি উসমান মালিক, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মেহের খানজাদা, উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী, রিয়েল এস্টেট ব্রোকার রাও আলী, শান খান, ফারুকি ল' ফার্মের সিইও এটর্নি উসমান এ. ফারুকি, কোল্ডওয়েল ব্যাংকার আমেরিকান হোমস-এর লাইসেন্সধারী রিয়েল এস্টেট এসোসিয়েট শেখ এস. আহমেদ এবং টিবিএন২৪ চ্যানেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এএফএম মিসবাহউজ্জামান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জোহরান মামদানী তার বক্তব্যে 'সারা'র উদ্যোগ ও কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মানুষের স্বপ্ন পূরণের জন্য রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা শুধু স্বপ্ন পূরণ করছেন না, নিউইয়র্ক তথা আমেরিকার উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছেন। তিনি তার বক্তব্যে অতি সম্প্রতি বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ অফিসার মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম রতনের আত্মত্যাগের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, এই ধরনের সাহসিকতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা একটি জাতির অহংকার। বলেন, আমি দিদারের বাসায় গিয়েছি এবং তার পরিবারের সাথে কথা বলেছি।

সারা সভাপতি সরোয়ার খান বাবু তার বক্তব্যে অভিষেক অনুষ্ঠান সফল এবং সার্থক করার জন্য সংশ্লিস্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং এই সংগঠনের উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার পাশাপাশি সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন সহযোগিতার জন্য সারা'র সদস্যসহ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ সহ অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক

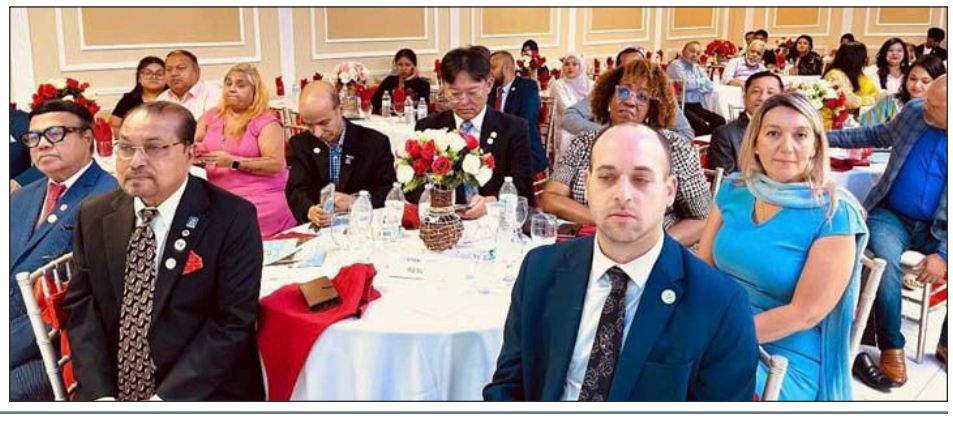


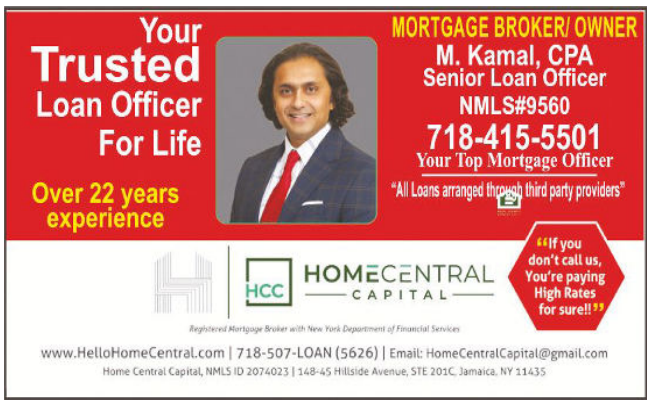












The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ৪৬ : সোমবার, আগস্ট ১৮, ২০২৫
ভাদ্র ০৩, ১৪৩২ সফর ২৪, ১৪৪৭

Vol. 29 : Issue 46 : August 18, 2925 USA
Free in NY, Other State $1

মিশিগানে দুই বাংলাদেশীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের হ্যামট্রামেকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত দুই সিটি কাউন্সিল মেম্বারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ ওঠেছে। অভিযুক্তরা হলেন ৫৭ বছর বয়সী মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং ২৬ বছর বয়সী মুহতাসিন রহমান সাদমান। বিগত ২০২৩ সালের নির্বাচনে ভোটের স্বাক্ষর জালিয়াতি ও মিথ্যা তথ্য প্রদানসহ একাধিক অভিযোগে মনরো কাউন্টির ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সাইদ তারেকের কলাম

বঙ্গবন্ধু এবং শেখ মুজিব



ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে যেমন 'হ্যামলেট' হয় না তেমনি শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসও হয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না, স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিব- এক ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে আশ্রয় কেন্দ্রে কমছে অভিবাসীর সংখ্যা

- বন্ধ হয়েছে প্রায় ৪৬ টি শেল্টার হাউজ
- ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতির প্রভাব



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির প্রভাবে নিউইয়র্কে ২০২৫ সালের শুরু থেকে জুন মাস পর্যন্ত সিটির আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে অভিবাসীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে সিটির প্রায় ৪৬ টি আশ্রয় কেন্দ্র। গত বছরের তুলনায় ২০২৫ সালে আশ্রয় কেন্দ্রতে থাকা অভিবাসীদের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৩১ শতাংশ। যা এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাসে আশ্রয় কেন্দ্রে অভিবাসী হ্রাসের হার প্রায় ৪৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অভিবাসন বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির পদক্ষেপের কারণে অভিবাসীরা আশ্রয় কেন্দ্রগুলো ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

সিটি প্রশাসনের দাবি, পুনর্বিন্যাস কার্যক্রমে কিছু কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে মোট ৪৬,৪১৮ জন আশ্রয়-প্রার্থী ছিলেন। এর মধ্যে শিশুসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৬,৭৪১ জন, একক প্রাপ্তবয়স্ক ৮,২০৬ জন এবং প্রাপ্তবয়স্ক পরিবার ১,৪৭১ জন। তবে জুন মাসের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬,৬৮৪ জন। শিশুসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০,৩৯৬ ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিদেশে লুকানো ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান পেলো সিআইসি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে বিদেশে গড়ে তোলা প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান পেয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সাতটি শহরে পাঁচটি দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবিব রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে এসব তথ্য তুলে ধরেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা অভিষিক্ত

বিশেষ প্রতিনিধি: বর্ণাঢ্য ও জাকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে নব গঠিত সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর এসোসিয়েশন (সারা)-এর কার্যকরি কমিটির নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা অভিষিক্ত হয়েছেন। ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে কমলগঞ্জ সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

শেখ শফিকুর রহমান: নিউইয়র্কে বসবাসরত মৌলভীবাজার জেলার ঐতিহ্যবাহী কমলগঞ্জ উপজেলাবাসীদের মধ্যে একতা ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রে এক মাসে সবজির দাম বেড়েছে ৩৮ শতাংশ!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে গত মাসে সবজির পাইকারি দাম ধারণার চেয়ে অনেক দ্রুত বেড়েছে। অনেকের আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত এই দাম ভোক্তা পর্যায়েও প্রভাব ফেলতে পারে।

চলতি সপ্তাহে সরকারি তথ্য বলছে, গত জুলাইয়ে সবজির পাইকারি দাম ৩৮ শতাংশ বেড়েছে, যা অন্য যেকোনো পণ্যের তুলনায় অনেক বেশি।

কয়েকজন বিশ্লেষক জানিয়েছেন, এই হারে দাম বাড়তে থাকলে কয়েক মাসের মধ্যেই রেস্তোরাঁ ও গ্রোসারী দোকানসহ খুচরা বাজারে সবজির দাম বেড়ে যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্কের কারণে নতুন করে মুদ্রাস্ফীতি হবে কি না, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন ভোক্তারা। আমদানিকারকেরা ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সেমিনারে বক্তারা

'বঙ্গবন্ধু কোন দলের নয়, সকল মানুষের নেতা'

নিউইয়র্ক: স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত সেমিনার ও দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেছেন, শেখ মুজিব কোন দলের নন, তিনি বাংলাদেশের সকল মানুষের নেতা। বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু একই সূত্রে গাঁথা। সিটির ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যামাইকায় জেবিএফএস'র ব্যাতিক্রমী উদ্যোগ

হিলসাইড এভিনিউতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

নিউইয়র্ক: 'পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়তে ছোট্ট প্রচেষ্টা অনেক মূল্যবান। পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ' এমন প্রতিপাদ্য স্লোগানকে সামনে রেখে রোববার (১০ আগস্ট) জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইন্ক (জেবিএফএস) নিউইয়র্ক সিটির ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক সিটিতে ট্রু ইকুইটি নাউ'র ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরু

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটি নিয়ে মূলধারার রাজনীতিতে অবদান রাখার প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ট্রু ইকুইটি নাউ' (টিইএন) নামের একটি সামাজিক কল্যাণমূলক অলাভজনক সংস্থা। মূলত: বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাগরিক শিক্ষা, ভোটার অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো-ই এই সংস্থার কাজ। নিউইয়র্ক সিটিতে ভোটার নিবন্ধন অভিযান শুরুর মধ্যদিয়ে সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করলো।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিউস্থ দারুল উলুম ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: অফিসের কাজ শেষে মাঝে-মধ্যে জ্যাকসন হাইটসে বা জ্যামাইকায় একটু-আধটু চায়ের আড্ডায় বসি। সঙ্গত কারণেই সহকর্মী আর মিডিয়াকর্মীরাই আমার সাথী হন। তবে পারত পক্ষে কমিউনিটি নেতাদের সাথে হোটেল-রেস্তোরায় আড্ডায় ভালো অনুভব করি না। কারণ সেখানে চায়ের সাথে কিছু খাবার নিয়ে বসে দেশীয় স্টাইলে বড় গলায় কাজের চেয়ে কথাই হয় বেশী। বিয়গুলো আমার কাছে খুব বিব্রত লাগে। ২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা অভিষিক্ত

বিশেষ প্রতিনিধি: বর্ণাঢ্য ও জাকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে নব গঠিত সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর এসোসিয়েশন (সারা)-এর কার্যকরি কমিটির নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা অভিষিক্ত হয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে গত গত ১ আগস্ট শুক্রবার উডসাইডের গুলশান টেরেসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com